RNI No. 71057/96

ফের খাঁচায় আটক চিতাবাঘ

পৃষ্ঠা-৬

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

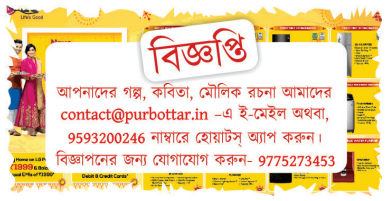

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ২৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর- ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 29, Issue: 24, Cooch Behar, Friday, 28 November - 11 December, 2025, Pages: 12, **Rs. 3**

ছাম গাইনের গুঞ্জনে চিতই পিঠের আমেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: শীতের ছোঁয়ায় গ্রামবাংলায় নৈসর্গিক দৃশ্য এখন কুয়াশায় ঘেরা, সঙ্গে খেজুরের গুড়, পিঠে পুলি, নতুন চালের গন্ধ। ভোরের কুয়াশা যখন মিইয়ে আসে, তখন দিনহাটার বড় আটিয়াবাড়ি গ্রামের প্রায় বাড়ির উঠোনজুড়ে শুরু হয় এক প্রাচীন বাদ্যের মহড়া। সেই পরিচিত ছাম গাইনের ছন্দ। এটি কেবল একটি চেনা যন্ত্রের আওয়াজ নয়; এটি গ্রামবাংলার শিকড়ের সুর, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তালের ছোঁয়া রেখে গিয়েছে নিকানো মাঠির উঠোনে।

আজ বিশ্বায়নের স্রোতে যখন জীবনযাত্রা দ্রুতবেগে চলছে, আর প্রতিটি রান্নাঘরে প্রযুক্তির ঠাঁই হয়েছে, তখনও এই গ্রামে ছাম গাইন তার রাজত্ব ধরে রেখেছে। প্রযুক্তির সরলতাকে পাশ কাটিয়ে এখানকার মহিলারা সযত্নে এই কাঠের যন্ত্রটিকে নিজের কাছে রেখেছেন। বাড়ির প্রবীণারা একবাক্যে বলেন, 'যন্ত্রের গুঁড়োয় শুধু সূক্ষ্মতাই থাকে, আর ছাম গাইনের গুঁড়োয় থাকে মাটির গন্ধ আর হাতের স্বাদ।' শীতকালে পিঠে, পুলি, আর মশলার জন্য যখন চাল গুঁড়ো করার প্রয়োজন হয়, তখন এই যন্ত্রের কদর বাড়ে।

বড় আটিয়াবাড়ি গ্রামে ঢুকলেই চোখে পড়ে কোথাও মাটির উনুনে সকালের ধোঁয়া, কোথাও বা হলুদ রোদে চাল শুকোচ্ছে। আর এর মাঝেই কানে আসে 'ধুপ-ধাপ' করে ছাম গাইনের সেই চাপা, ভারী শব্দ। এই শব্দটি শুধু কাজের নয়, যেন এক পারিবারিক ঐতিহ্যের গান, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হচ্ছে।

প্রৌঢ়া মমতারানি সরকার, যাঁর চোখে মুখে পুরোনো দিনের সরলতা, তিনি হাসিমুখে বলেন, "আগে তো এটি ছিল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এখন মেশিন এসেছে, জীবন দ্রুত হয়েছে। কিন্তু ছাম গাইনে যখন চাল কোটা হয়, তখন শুধু চাল কোটা হয় না। স্মৃতিরাও ভিড় করে আসে। এতে সময় বেশি লাগুক, কিন্তু কাজটা হয় তৃপ্তি ভরে। যন্ত্রের গতি আমাদের দেয় সুবিধা, আর এই যন্ত্র দেয় মনের শান্তি।"

এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই শীত এলেই এখানকার মানুষ নতুন করে ছাম গাইন তৈরি করান। কাঠমিস্ত্রি রুহুল শেখের হাত ধরে এই শিল্প আজও বেঁচে আছে। তিনি জানান, আগের মতো রোজগার না হলেও, শীতকালে যখন কয়েকটি বাড়ি থেকে ডাক আসে, তখন বুঝি মানুষ এখনও খাঁটি জিনিসের কদর করেন। যন্ত্র হয়তো নিখুঁত, কিন্তু হাত দিয়ে তৈরি ছাম গাইনের প্রাণ আছে। এই যন্ত্র তৈরির মাধ্যমে রুহুল শেখ যেন ঐতিহ্যের একজন নীরব ধারক হয়ে ওঠেন।

আধুনিকতার ঢেউয়ে ছাম গাইন অনেক জায়গা থেকেই হয়তো বিদায় নিয়েছে, কিন্তু বড় আটিয়াবাড়ি গ্রামের মানুষের কাছে এটি কেবল একটি সরঞ্জাম নয়, এটি তাদের বিশ্বাসের প্রতীক। তাদের মতে, ছাম গাইনে তৈরি চালের গুঁড়োর পিঠে কেবল সুস্বাদুই নয়, তা বিশুদ্ধতার স্বাক্ষর বহন করে।

বেলা বাড়তেই, যখন গ্রামের ঘরে ঘরে পিঠে তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়, তখনও ভেসে আসে সেই চেনা সুর। গ্রামের এক বালকের কথায়, 'চাল কোটার পর হবে চিতই পিঠে। কি মজা।' তাঁর মা জানালেন, আসল চিতই পিঠে তৈরি হয় ছাম গাইনে কোটা চালের গুঁড়ো দিয়ে। নয়তো ভালো স্বাদ হয় না। চালের গুঁড়োয় নুন ও উষ্ণ গরম জল মিশিয়ে গোলা তৈরি করে পিঠে বানানো হয়। গরম খেজুর গুড়ের সিরায় সারারাত ডুবিয়ে রাখি। ছেলে সহ বাড়ির সবাই খুবই ভালোবেসে খায়। মেশিনে কোটা চালে অত স্বাদ কোথায়!

দিনহাটার এই গ্রামে ছাম গাইনের শব্দ যেন বলে যায়, ঐতিহ্য কখনও হারিয়ে যায় না। ভালোবেসে ধরে রাখলে, সে আধুনিকতার ভিড়েও নিজের মহিমা জিইয়ে রাখে।

হাওয়াইয়ের মঞ্চে মোহনের গল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের বাণেশ্বরের 'মোহন' এবার হাওয়াইয়ের মঞ্চে। কোচবিহারে কচ্ছপকে 'মোহন' নামেই ডাকা হয়। এবার সেই মোহনদের জীবনযুদ্ধ আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরবে একটি তথ্যচিত্র। প্রাক্তন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের তৈরি করা ২৯ মিনিটের এই তথ্যচিত্র, 'দ্য টার্টল ওয়ারিয়র্স', ডিসেম্বরে হাওয়াই আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

বিশ্বের হাতেগোনা যে কয়েকটি স্থানে এই বিরল প্রজাতির কচ্ছপ দেখা যায়, কোচবিহার তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু পথ দুর্ঘটনা, পাচার

এবং পরিবেশগত কারণে দিন দিন এদের সংখ্যা কমছে, যা প্রাণীটিকে বিলুপ্তির মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মোহনদের টিকে থাকার সংগ্রাম, তাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং এই কাজে জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও স্থানীয় মোহন রক্ষা কমিটির ভূমিকা তথ্যচিত্রে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ২০২৪ সালে তৎকালীন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য তাঁর সহধর্মিণী রোশনি দাস ভট্টাচার্যের (প্রযোজক) সঙ্গে মিলে দেড় মাস ধরে এই প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরি করেছিলেন, যা গত বছর ৩০ ডিসেম্বর মুক্তি পায়।

সম্প্রতি হাওয়াই ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস কর্তৃপক্ষ মেল করে নির্মাতাদের জানান যে, একাধিক জায়গায় পুরস্কৃত এই তথ্যচিত্রটি তাদের ফেস্টিভ্যালের জন্য নির্বাচিত হয়েছে এবং সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে স্থান পেয়েছে। এই খবরটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে দ্যুতিমান ভট্টাচার্য তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ক্যামেরার দায়িত্বে থাকা প্রশান্ত মোহন্ত এটিকে অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলে অভিহিত করেছেন।

মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি পরিমল বর্মন এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং মোহনদের বাঁচাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আরও গুরুত্ব দিয়ে পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রশাসন ও স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় বাণেশ্বর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মোহনের মৃত্যু অনেকটা কমানো সম্ভব হলেও, এই প্রবণতা পুরোপুরি ঠেকাতে আরও কড়া পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শ্মশানে আধুনিক ঘাটাল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার প্রকল্পে কোচবিহার মহাশ্মশানে আধুনিক ঘাটাল নির্মাণের কাজের সূচনা করলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। গত ২৪ নভেম্বর সোমবার ফিতা কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে এই কর্মযজ্ঞের উদ্বোধন করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার কাউন্সিলর অভিজিৎ মজুমদার-সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারবাসীর দাবি ছিল মহাশ্মশানে উন্নত পরিকাঠামোসহ আধুনিক ঘাটাল নির্মাণের। এদিনের উদ্বোধনের মাধ্যমে সেই দাবির বাস্তবায়নে পৌরসভার পদক্ষেপের সূচনা হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন,"শহরের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে। উন্নত পরিকাঠামো সহ ঘাটাল নির্মিত হলে সাধারণ মানুষের বহু সমস্যার

অবসান হবে।"

পৌরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নির্মাণকাজ শেষ করার লক্ষ্যে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে শ্মশান এলাকায় পরিষেবা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কিষাণ মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সাহেবগঞ্জ ফুটবল মাঠে কৃষকদের সমৃদ্ধি ও কৃষি সংস্কৃতিকে সামনে রেখে আয়োজিত কিষাণ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। গত ২২ নভেম্বর শনিবার দুপুরে ফিতা কেটে মেলার সূচনা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নীতিশ তামাং। পাশাপাশি দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য্য সহ এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

কৃষকবান্ধব এই মেলায় স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সরাসরি ক্রেতাদের কাছে বাজারজাত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, উন্নত চাষ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন সরকারি কৃষিযোজনার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোই মেলার অন্যতম লক্ষ্য।

উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "এই ধরনের মেলা কৃষি অর্থনীতিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"তিনি কৃষকদের সমৃদ্ধি ও কৃষি বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দিয়ে আরও জানান, এই ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিময় করতে সহায়ক হবে।

ভাষা-অনুষ্ঠান আয়োজনে 'কামতাপুরী'

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি কামতাপুরী ভাষা একাডেমির উদ্যোগে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের ধাপরায় অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঐতিহ্যবাহী রীতিতে ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের বার্তা তুলে ধরা এই অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন কামতাপুরী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান অমিত রায়, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী সহ বহু বিশিষ্ট অতিথি।

অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে অমিত রায় বলেন, "কামতাপুরী ভাষার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে নতুন প্রজন্মকে সামনে এগিয়ে আসতে হবে।" তিনি জানান, কেন্দ্রীয় অষ্টম তপশিলিতে কামতাপুরী ভাষার অন্তর্ভুক্তির দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তাঁর কথায়, "উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী রাজবংশী-কামতাপুরী; তাঁদের ভাষাকে মর্যাদা দিতে হবে।" যুবসমাজকে ভাষা রক্ষার লড়াইয়ে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

একের পর এক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও ভাষা-পরিচয় নিয়ে আলোচনায় মুখরিত ছিল এদিনের অনুষ্ঠান।

মেলেনি এসআইআর ফর্ম! জুটলো ‘বাংলাদেশি’ তকমা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: রাজবংশী ভূমিপুত্র ধনেশ্বর বর্মন। দীর্ঘদিন ধরেই ভোট দেন দিনহাটাতে। রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংকের কর্মচারী ছিলেন। সেই সুবাদে ভোটের ডিউটিও করেছেন। তবু তাঁর ভাগ্যে জুটল বাংলাদেশি তকমা! কেন? ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও অজানা কারণে ২০২৫ সালের তালিকায় তাঁর নাম নেই। বাদ গিয়েছে ধনেশ্বরের স্ত্রী-ছেলের নামও। সেই কারণেই দিনহাটা-১ ব্লক অফিসে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই নাকি ব্লক অফিসের এক কর্মী বাংলাদেশি তকমা দেন তাঁকে। ঘটনার কথা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

কোচবিহারের আদি বাসিন্দা ধনেশ্বর। তার পূর্বপুরুষরা কোচ রাজাদের প্রজা ছিলেন। নিজে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। ধনেশ্বরের অভিযোগ, তাঁর পাশাপাশি স্ত্রী অঞ্জনা ও ছেলে প্রশান্ত বর্মনেরও নাম নেই ২০২৫-এর ভোটার তালিকায়। প্রশান্ত পিএইচডি সম্পূর্ণ করে বর্তমানে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত।

তাঁর কথায়, “বিডিও অফিসে ২০২৫ তালিকায় আমার সহ পরিবারের কারো নাম না থাকার কারণ জানতে চাই। তখনই এক কর্মী আমায় বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেন। আমি প্রতিবাদ করি। জানাই, পূর্ব পুরুষ সকলেই কোচবিহারের আদি বাসিন্দা। কোচবিহার রাজার আমলের জমির কাগজপত্র এখনো রয়েছে আমাদের। পরবর্তীতে তারা দিনহাটা এসডিও অফিসে যোগাযোগ করতে বলেন আমাকে।“

ধনেশ্বর আরও জানান, এসডিও অফিসে গেলে আমাকে জানানো হয় আমি নাকি নিজেই নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। সেই সংক্রান্ত কাগজ দেখাতে বলায় তা ওই অফিসের কেউ তা দেখাতে পারেননি। পরে তারা জানায় ৫ ও ৬ ডিসেম্বর ফর্ম দেওয়া হবে। সেই ফর্ম সংগ্রহ করে এসডিও অফিসে নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন করতে হবে। তারপরে হেয়ারিংয়ের সময় তার নথিপত্র নিয়ে এলে পুনরায় ভোটের তালিকায় নাম উঠবে।

বিষয়টি কানে গিয়েছে দিনহাটা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক বিজয় গিরিরও। তিনি বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কিন্তু তাঁকে বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হল যে, তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ? ধনেশ্বরের জবাব, আগে তালিকায় নামটা তুলি। তারপর বাংলাদেশি কেন বলা হল, তা নিয়ে কৈফিয়ত চাইব।

বন্ধুর খোঁজে প্যারিস থেকে তুফানগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: ‘বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িতে গেলাম, দেখা পাইলাম না!’ তবে এখানে প্রায় পাঁচ দিনের অপেক্ষা। অবশেষে বন্ধুর খোঁজ পেলেন প্যারিস থেকে তুফানগঞ্জে আসা অঙ্কীভ। সামাজিক মাধ্যমে পরিচিত এক বন্ধু মন্টির জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রায় সাত হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছিলেন অঙ্কীভ। সঙ্গে এনেছিলেন আইফোন, উপহার হিসেবে। ২২ নভেম্বর শনিবার তুফানগঞ্জ শহরে অঙ্কীভকে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। কিন্তু বন্ধুর ফোনের সুইচ অফ থাকায় সে ভেবেছিল খালি হাতেই ফিরতে হবে। কিন্তু তা হয়নি অবশেষে বৃহস্পতিবার মেলে সেই বন্ধুর খোঁজ। ভাষাগত বাধার কারণে তরুণটি সব কথা স্পষ্ট করে জানাতে পারেননি। এমনকি পরিস্থিতি সামাল দিতে শনিবার ঘটনাস্থলেও আসে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্যারিসের বাসিন্দা, পেশায় প্রশিক্ষক এই তরুণের নাম অঙ্কীভ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তুফানগঞ্জের বাসিন্দা মন্টি নামে একজনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। মন্টি’র জন্মদিন উপলক্ষ্যে শনিবার রসিকবিলে উদযাপন করার কথা ছিল। সেই কারণেই আইফোন উপহার নিয়ে অঙ্কীভ তুফানগঞ্জে পৌঁছান।

শহরে নেমে তিনি মন্টি-কে ফোন করে দেখেন তার ফোন বন্ধ। হতাশায় প্রথমে চামটা মোড় হয়ে পরে নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের সামনে ব্যাগ হাতে বসে পড়েন তিনি। একজন বিদেশিকে এভাবে বসে থাকতে দেখে স্থানীয়রা এগিয়ে এলেও ভাষাগত সমস্যার কারণে বিশেষ কিছু জানতে পারেননি। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অঙ্কীভ জানান, এটাই তাঁর প্রথম ভারত সফর, এবং তিনি এদেশের মানুষের আন্তরিকতা ও সরলতায় মুগ্ধ। অবশেষে ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মন্টির বাড়িতে হাজির হন অঙ্কীভ। বিদেশী বন্ধুর আগমনে মন্টিও বেজায় খুশি।

এসআইআরে ফাঁস নকল ‘বাবা’

নিজস্ব প্রতিবেদন

বক্সিরহাট: সিনেমার গল্পের মতো ঘটনা! প্রতিবেশীকে ‘বাবা’ বানিয়ে নথিপত্র তৈরি করে দিব্যি দিন কাটাচ্ছিলেন হাবেল শেখ। প্রায় এক দশক ধরে কেউ টেরও পায়নি এই ভেল্কিবাজি। কিন্তু যেই না এসআইআর নিয়ে গুঞ্জন শুরু, অমনি ফাঁস আসল রহস্য। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফেরশাবাড়ি এলাকায় ঘটেছে এই ঘটনা।

মৃত আবদুল করিম শেখের পরিবার প্রথম এই ‘নকল বাবা’ কেলেঙ্কারি সামনে আনে। আবদুলের বড় ছেলে ছালাম শেখের ক্ষোভ, “আমার বাবা প্রায় ছয় বছর আগে মারা গিয়েছেন। হাবেল আমাদের কেউ হয় না। অথচ আমার বাবার নাম ব্যবহার করে সে ভোটার কার্ড আর অন্যান্য নথি বানিয়েছে। এটা জানার পরই আমি পঞ্চায়েত আর বিএলওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।”

ছালামের অভিযোগ সামনে আসতেই এলাকায় প্রশ্ন উঠেছে হাবেল কি আদৌ ভারতীয় নাগরিক? যদিও ফোনে হাবেলের দাবি, তিনি নাকি ভারতীয়ই। আগে অসমে থাকতেন, পরে নদীভাঙনে ভিটে হারিয়ে ফেরশাবাড়িতে আসেন।

২৪ নভেম্বর সোমবার ফোনে হাবেল জানান, তার বাবার নাম আলি ফকির। ভুল করে প্রতিবেশী আবদুল করিমের নাম নাকি ভোটার কার্ডে উঠে গিয়েছে। কিন্তু এমন সাংঘাতিক ভুল কীভাবে হয়, সেই সদুত্তর দিতে পারেননি। এরপর আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। হাবেলের বাড়ির দরজায় এখন বিরাট তালা। প্রতিবেশীরা জানান, হাবেল অনেকদিন ধরেই অরুণাচলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর তাঁর স্ত্রীও নিরাপত্তার খাতিরে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন।

এক প্রতিবেশীও জানিয়েছেন যে হাবেলের বাবার নাম আলি ফকির। এদিকে আবদুল করিমের পরিবার হাবেল পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে চাইবে কি না সে নিয়েও এখন আতঙ্কে রয়েছে।

তুফানগঞ্জ-২ বিডিও অজয়কুমার দণ্ডপত আশ্বাস দিয়েছেন, লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক এর নাম দিয়েছেন, ‘নথি জালিয়াতির মেলা’। তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের প্রশ্রয়েই এমন জালিয়াতি সম্ভব হয়েছে। তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লক সভাপতি নিরঞ্জন সরকার অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে একে ‘বিজেপির ভয়ের রাজনীতি’ বলে দাবি করেছেন। তবে প্রশাসন যথাযথ তদন্ত করে দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

‘চিতা’ দর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফাঁসিদেওয়া: শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মাদাতি চা বাগানের বালাসন ডিভিশনের পথে রাতের অন্ধকারে বিপত্তি। সরকারি কাজ সেরে মতিধর এলাকা দিয়ে ফিরছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা। ঠিক সেই সময় তাঁর গাড়ির সামনেই হঠাৎ এসে দাঁড়ায় একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ।

গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলোয় পরিষ্কার দেখা যায় বন্যপ্রাণীটিকে। আচমকা এমন দৃশ্য দেখে মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়ায় গাড়িতে থাকা সহকারী সভাধিপতি ও সঙ্গীদের মধ্যে। তবে গাড়ি না সরিয়ে স্থির থাকার সিদ্ধান্ত নেন সবাই। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর তিনি মোবাইল বের করে ঘটনার ভিডিও ধারণ করতে শুরু করেন।

ভিডিওটি পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। চা বাগান ঘেরা ওই অঞ্চলে চিতাবাঘের উপস্থিতি নতুন নয়, তবে এভাবে সরকারি আধিকারিকের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ানোয় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রাতে খাদ্যের সন্ধানে বনের ধার ঘেঁষে থাকা এলাকাগুলোয় চিতাবাঘের আনাগোনা বাড়ছে। রাতের বেলায় স্থানীয়দের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে বন দপ্তর।

পৌরসভায় নতুন নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফালাকাটা: ফালাকাটা পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন অভিজিৎ রায়। পাশাপাশি ভাইস চেয়ারম্যান পদে বসলেন রুমা রায় সরকার। ২১ নভেম্বর শুক্রবার বোর্ড অব কাউন্সিলরসের বৈঠক শেষে আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান।

মহকুমা শাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এইদিনের বৈঠক। তবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না বিদায়ী চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি এবং বিদায়ী ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত অধিকারী। উল্লেখ্য, গত ৭ নভেম্বর দলীয় নির্দেশ মেনে তাঁরা পদত্যাগপত্র জমা দেন আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাসকের দপ্তরে।

প্রদীপ মুহুরি ছিলেন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং জয়ন্ত অধিকারী নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে। ২০২২ সালের মার্চে নবগঠিত পৌরবোর্ড ক্ষমতায় বসার সময় যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান তাঁরা।

২০২১ সালের ৬ জুলাই ফালাকাটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৮টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এই পৌরসভায় ২০২২ সালের শুরুতে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে সব কটি ওয়ার্ডেই জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস।

বিদায়ী নেতৃত্বের পদত্যাগের পর নতুন বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। অবশেষে সেই প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক রূপ পেল।

এসআইআরে হেনস্থার অভিযোগ!

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: এসআইআরের মাধ্যমে সাধারণ ভোটারদের হেনস্থা করা হচ্ছে — এই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। গত ২৩ নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বামনহাট ১ নম্বর অঞ্চলের বামনহাট বাজার থেকে একটি বিশাল মিছিল বের হয়।

তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসআইআরের নামে মানুষের উপর চাপ তৈরি করছে। সেই সঙ্গে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ রাখা ও বাংলায় আবাস যোজনা আটকে রাখার প্রতিবাদও জানানো হয় এই মিছিল থেকে।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য্য, বামনহাট ১ নম্বর অঞ্চল সভাপতি তাপস কুমার বোস, বামনহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নমিতা বর্মন সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

সেতু-নির্মাণ কাজের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: গত ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার দিনহাটা গোসানিমারি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহন্তর ঘাটে লোহার সেতু নির্মাণের কাজের সূচনা হল। নতুন এই সেতুর উদ্বোধন করেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিতাই বিধানসভার বিধায়িকা সংগীতা রায়, জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ নূর আলম হোসেনসহ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের অর্থানুকূল্যে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মাণ করা হবে। বহুকাল ধরেই এলাকাবাসীর দাবি ছিল একটি টেকসই সেতুর। অবশেষে নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তির হাওয়া বইছে স্থানীয়দের মধ্যে।

ছুরি-হামলা

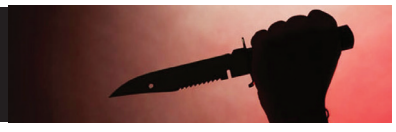

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাটিগাড়া: অন্ধকার রাস্তা পেরোনোর সময় এক মহিলার উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালাল এক যুবক। সম্প্রতি মাটিগাড়ার ভাঙ্গা পুল এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত মহিলার নাম খাতুন (৩৬)। প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে কাজে বের হয়েছিলেন তিনি। ভাঙ্গা পুলের নির্জন অংশে পৌঁছাতেই হঠাৎই এক যুবক তাঁর উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে ছটফট করতে দেখে এক স্থানীয় যুবক ছুটে এসে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ঘটনার খবর ছড়াতেই গোটা এলাকায় আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের দাবি, মাটিগাড়ায় এই ধরনের নৃশংস ঘটনার নজির এর আগে নেই। তাদের অভিযোগ, অন্ধকার ও নির্জন এলাকাগুলিতে নজরদারির অভাব রয়েছে। দ্রুত দোষীকে গ্রেপ্তার করে কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সিংহাসন বাঁচাতে ‘শো-অফ’ রবির

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দল যতই বলুক ‘চেয়ার ছাড়ো’, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ যেন সিংহাসন আঁকড়ে বসে থাকার পণ করেছেন। কারণ, চেয়ার গেলেই বুঝি খেলা শেষ! তাই নিজের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা বোঝাতে একের পর এক কৌশল অবলম্বন করছেন বলে মনে করছে কোচবিহারের রাজনৈতিক মহল। প্রথমে অনুগামীদের দিয়ে সই সংগ্রহ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো, এবার ময়দানে নামানো হয়েছে পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীদের!

এক অভিনব দৃশ্যের সাক্ষী কোচবিহার। রাসমেলায় হাজার টাকা করে বোনাস, সারা বছর নিয়মিত বেতন প্রদান, এসব ভালো কাজের জন্য অস্থায়ী কর্মচারীরা গত ২৪ নভেম্বর সোমবার ঘটা করে চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। শুধু সংবর্ধনা নয়, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে,

‘এই পৌরপতিই চাই।’

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যানের পাশে দেখা গিয়েছে দলের কয়েকজন কাউন্সিলর চন্দনা মহন্ত, উজ্জ্বল তর, মিনতি বড়ুয়া, শম্পা রায় এবং অভিজিৎ মজুমদারকে। এতেই তৃণমূলের অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। রবিকে সামনে রেখে এই কাউন্সিলররা কি আসলে দলকে কোনও গোপন বার্তা দিতে চাইছেন? এই প্রশ্ন ঘুরছে শাসক দলের ঘরে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, চেয়ারম্যান পদটি বাঁচাতে রবির এই সবটাই নাকি ‘হাই ভোল্টেজ নাটক’। চেয়ারম্যান পদ ছাড়ার জন্য সম্প্রতি তৃণমূলের জেলা সভাপতি তাঁকে চিঠি পাঠান। কিন্তু রবি ঘোষ সেই চিঠিকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন। চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকতে তিনি নিজের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করতে ঘুরিয়ে এই সংবর্ধনা আদায় করেছেন বলে দাবি একাংশের। এমনকি, দলের কয়েকজন কাউন্সিলরও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দলীয় নেতৃত্বের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথবাবু অবশ্য এতে আপ্লুত। তিনি বলেন, “অস্থায়ী কর্মচারীরা এভাবে আমাকে সংবর্ধনা দেবে, তা আমার জানা ছিল না। আমি খুবই অল্প বেতনে ওদের কাজ করাই। ওদের বেতন বৃদ্ধি ন্যায্য দাবি। আগামী বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করে ওদের বেতন কিছুটা বাড়ানো হবে।”

অন্যদিকে, সংবর্ধনার আনন্দ ম্লান করেছে ফ্লেক্স ছেঁড়ার ঘটনা। অস্থায়ী কর্মচারীরা চেয়ারম্যানকে অভিনন্দন জানিয়ে বেশ কিছু ফ্লেক্স তৈরি করে পুরসভা ও শহরের নানা জায়গায় লাগিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। অস্থায়ী কর্মচারী সুমিত বিশ্বাস ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, “আমরা ৭-১০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে এই ফ্লেক্স বানিয়েছিলাম। ছিঁড়েছে যারা, তারা অপরাধ করেছে। এতে শুধু চেয়ারম্যান নয়, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ছবি ছিল।”

অনেকেই বলছেন, পুরসভায় ৪৪৩ জন স্থায়ী কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১৬৫ জন আছেন। ফলে অস্থায়ী কর্মচারীদের দিয়েই মূলত পুরসভা চালাতে হয়। আর এই দুর্বলতাকেই পুঁজি করে কর্মীদের দিয়ে সংবর্ধনা আদায় করে রবি ঘোষ নিজের ক্ষমতার মাপার চেষ্টা করলেন। এই ‘চেয়ার-যুদ্ধ’ আর কতদিন চলে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

সাহুডাঙ্গিতে থমকে সেতু-নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের সাহুডাঙ্গি এলাকায় তিস্তা–মহনন্দা লিংক ক্যানালের উপর নির্মীয়মাণ সেতুর কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। প্রায় ছয় মাস ধরে কাজ আটকে থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় মানুষ।

এই রুট দিয়ে প্রতিদিন শিলিগুড়ি থেকে আমবাড়ি, গজলডোবা, বেলাকোবা ও জলপাইগুড়িগামী অসংখ্য যান চলাচল করে। সেতুর কাজ বন্ধ থাকায় বর্তমানে ওই পথে বাড়ছে যানজট, পাশাপাশি বিকল্প রাস্তাগুলোর ওপর পড়ছে প্রচণ্ড চাপ। বৃষ্টি হলেই সেতুর দুই প্রান্তে জল জমে কাদা ও বড় বড় গর্ত তৈরি হয়—ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনা, দুর্ভোগও চরমে উঠছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত বছর এপ্রিল মাসে ভগ্নপ্রায় পুরোনো সেতু ভেঙে নতুন সেতু নির্মাণ শুরু হলেও কিছু কাঠামো তৈরি হওয়ার পরই কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। সেই থেকে ব্রিজের দু’পাশে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রায়ই বাইক-চালকরা ওই গর্তে পড়ে আহত হচ্ছেন।

সমস্যায় পড়েছেন এলাকার ব্যবসায়ীরাও। তাঁদের কথায়, “রাস্তায় গর্ত আর কাজ বন্ধ থাকায় গাড়ি কম আসছে। বিক্রি প্রায় অর্ধেক কমে গিয়েছে। ব্রিজ না থাকায় নিত্যপণ্য আনানেওয়াতেও বাড়তি খরচ হচ্ছে।”

এলাকার বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমিজুউদ্দিন আহমেদ জানান, “এভাবে কাজ ফেলে রাখায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি প্রশাসনের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। কাজ দ্রুত শুরু করতেই হবে।”

কামতাপুরী ভাষা নিয়ে কেন্দ্রের আশ্বাস, জারি রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: কেন্দ্রের আশ্বাস পেলেও, রাজনৈতিক তরজা থামে না। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা শেষে কামতাপুরি ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কামতাপুরী ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পর্ষদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে একটি চিঠি পাঠানো হয়। তার জবাবেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি পি ভেনুকুট্টাম এই বিবেচনার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্রের এই ঘোষণায় কামতাপুরী সম্প্রদায় যথেষ্ট খুশি। কিন্তু, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে কথাকাটাকাটি জারি রয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত মে মাসে পর্ষদ এই ভাষা অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। ১৪ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা উত্তরটি ২১ নভেম্বর পর্ষদের দপ্তরে এসে পৌঁছায়। চিঠিতে স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে যে, ‘কামতাপুরী দের আবেগ, অনুভূতি এবং দাবির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনাধীন রয়েছে।’ এতে আরও জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই ২২টি ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এই সংক্রান্ত আরও প্রস্তাব জমা পড়েছে। তবে যেকোনও ভাষা অন্তর্ভুক্তির আগে তার সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট খতিয়ে দেখা হয়।

পর্ষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি সুরেশ রায় কেন্দ্রের চিঠির উত্তরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, নির্বাচনের আগে এমন চিঠি পাঠিয়ে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের সংগঠন অরাজনৈতিক এবং দাবি পূরণে বিলম্ব হলে অরাজনৈতিকভাবেই তার মোকাবিলা করা হবে। তাই চলতি মাসেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে ফের লিখিত দাবিপত্র পাঠানো হবে।

অন্যদিকে, কামতাপুর পিপলস পার্টি ইউনাইটেডের কেন্দ্রীয় নেতা নিখিল রায় এবং কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা অভিজিৎ রায় ও অমিত রায় সতর্ক করে বলেছেন, ভোট এলে অনেক আশ্বাস আসে কিন্তু দাবি পূরণ হয় না, তাই পরিস্থিতি বুঝে তাঁরা নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করবেন।

রাজনৈতিক মহলে এই নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী মহুয়া গোপ নাকি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম কামতাপুরী ও রাজবংশী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে আলাদা ভাষা আকাদেমি ও উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, বিধানসভা ভোট আসছে বলেই বিজেপি ফের ভাষা অন্তর্ভুক্তির আশ্বাস দিচ্ছে। মহুয়ার এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিজেপির উত্তরবঙ্গের সাংগঠনিক ইনচার্জ বাপি গোস্বামী। তিনি বলেন, রাজ্য স্তর ও জাতীয় স্তরের স্বীকৃতির মধ্যে ফারাক রয়েছে এবং তৃণমূল সরকার আজ পর্যন্ত রাজ্যের কোনও স্কুলেই কামতাপুরী ভাষায় পঠনপাঠন চালু করতে পারেনি।

ভুয়ো আইপিএস সেজে প্রতারণার ছক, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ারে সেন্ট্রাল আইবি-র আইপিএস অফিসার পরিচয় দিয়ে প্রতারণার চেষ্টা করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল বিধাননগরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। ভুয়ো পরিচয়পত্র ব্যবহার করে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার— এমনটাই অভিযোগ পুলিশের।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলিপুরদুয়ারের একটি হোটেলে ভুয়ো আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড জমা দিয়ে আইপিএস অফিসার পরিচয় দেন বিশ্বজিৎ। এরপর তিনি এলাকার একাধিক ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। কিন্তু তার কথাবার্তা ও আচরণে অসঙ্গতি ধরা পড়ে ব্যবসায়ীদের নজরে। সন্দেহ হওয়ায় তারা বিষয়টি গোপনে পুলিশকে জানান।

তথ্য পাওয়ার পর গত ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে কোর্ট বাজার ফ্লাইওভার সংলগ্ন এলাকা থেকে আলিপুরদুয়ার থানার অ্যান্টি ক্রাইম টিম গ্রেপ্তার করে বিশ্বজিৎকে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক ভুয়ো আধার কার্ড, এপিক কার্ড এবং মোবাইলে সংরক্ষিত নকল আইপিএস পরিচয়পত্র।

পুলিশের অনুমান, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আস্থা অর্জন করে বড় অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্তে নেমেছে আলিপুরদুয়ার থানার অ্যান্টি ক্রাইম টিম।

অসম্পূর্ণ সংস্কারে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: প্রায় ৪০ বছর পর কালিকা বাজার বা নতুন বাজারে সংস্কার শুরু হলেও সন্তুষ্ট নন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা। বর্তমানে কেবল স্থায়ী বাজারের টিনের চাল পরিবর্তন এবং শেডের নিচের বসার জায়গায় পেভার্স ব্লক বসিয়ে কিছুটা চাকচিক্য আনার কাজ চলছে। সেই সঙ্গে বন্ধ শৌচাগারের বিকল্প হিসেবে আরেকটি শৌচাগার বানানো হচ্ছে। কিন্তু বেশিরভাগ অংশেই কাজ হচ্ছে না বলে দাবি লক্ষ্মী বর্মন ও সুবল বর্মনের মতো ব্যবসায়ীদের।

রাসমেলা চলায় বাজারটি অস্থায়ীভাবে মেলার মাঠে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তখনই সংস্কারের কাজ কিছুটা হয়েছে। তবে, এই আংশিক মেরামতের পরেও বাজারের অধিকাংশ সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। বাজারে এক বছর আগে মেরামত করা উঁচু শানবাঁধানো জায়গাগুলো ইতিমধ্যেই ভেঙে বা চলটা উঠে গিয়েছে, মাছ বাজারের মেঝেও ভাঙা। ব্যবসায়ীরা আক্ষেপ করে বলছেন, প্রায় সাড়ে চারশো ব্যবসায়ী প্রতিদিন এখানে পসরা সাজালেও বাজার ঠিক রাখার দায় নেই সরকারের।

গ্রাম থেকে সবজি নিয়ে আসা বিক্রেতারা বাজারের ভেতরে জায়গা না পেয়ে আশপাশে বসতে বাধ্য হন। ভাঙা অংশে ক্রেতারা প্রায়শই হোঁচট খেয়ে পড়ে যান, কিন্তু সেই অংশগুলো কবে সংস্কার হবে তা স্পষ্ট নয়। উপরন্তু, বাজারের উপরের বিপাশা ভবনের বেহাল অবস্থা এবং সেখান থেকে শৌচাগারের দুর্গন্ধযুক্ত জল নীচে চলে আসে। এখানকার ব্যবসায় এসব কারণে অনেক অসুবিধা হচ্ছে। পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ স্থায়ী বাজারের ভেতরের বসার বাঁধানো অংশ আবার মেরামত করে দেওয়ার এবং বাকি কাজ সারার আশ্বাস দিয়েছেন।

কোচবিহারের রাজবাড়িতে সাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা কোচবিহারের রাজবাড়ি। ঠিক সেই সময়েই পর্যটকদের নজরে আসে বিশাল আকৃতির একটি সাপ। হঠাৎ সাপটিকে দেখামাত্রই মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রাজবাড়ির চারপাশে উপস্থিত পর্যটকদের মধ্যে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেস্কিউ টিম। দলটির সদস্যরা যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে সাপটিকে নিরাপদে ধরতে সক্ষম হন। পরে সেটিকে সুরক্ষিত স্থানে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর।

এ ঘটনায় আতঙ্কিত অনেক পর্যটকই জানান, রাজবাড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা প্রয়োজন। তাঁদের দাবি, ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসনের উচিত এখানকার নজরদারি ও সতর্কতা বাড়ানো।

মৃত ব্যক্তির জমি হস্তান্তর, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মৃত ব্যক্তির জমি অন্যের নামে খতিয়ান হওয়ার অভিযোগে কোচবিহারের দিনহাটায় চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগের খবর পেয়ে গত ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার ঘটনাস্থল থানা-পাড়া এলাকার সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

অফিসে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট বিএলআরও-র কাছে জানতে চাইলেন, কীভাবে মৃত ব্যক্তির জমি অন্যের নামে হস্তান্তরিত হল। এ ধরনের অনিয়ম কীভাবে সম্ভব হল এবং এর দায় কার—সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে তিনি কড়া প্রশ্ন তোলেন।

মন্ত্রী এরপর ফোনে বিষয়টি কোচবিহারের জেলা শাসক রাজু মিশ্রকে জানান এবং দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেন। তিনি দপ্তরের কর্মীদের স্পষ্টভাবে বলেন, ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখে দোষীদের চিহ্নিত করতে হবে।

এরপর মন্ত্রী সরাসরি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে যান এবং একই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর নির্দেশ, বিএলআরও-কে এ বিষয়ে অবিলম্বে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে হবে। পাশাপাশি, যার জমি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তাঁকেও থানায় এবং বিএলআরও অফিসে পৃথকভাবে লিখিত অভিযোগ জানাতে হবে।

মৃত্যু-রাজনীতি

এখন খবরের শিরোনামে এসআইআর। অর্থাৎ, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা। তা ঘিরেই কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, গোটা রাজ্য জুড়ে এক বিচিত্র রাজনৈতিক আবহ তৈরি হয়েছে, সে কথা কারও অজানা নেই। সেই আবহে যুক্ত হয়েছে বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) অমানুষিক চাপের অভিযোগ। কিছু মৃত্যুর ঘটনাও যুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে। দিনকয়েক আগে কোচবিহারের শীতলকুচিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক বিএলও'র। এসআইআরের কাজ সেরেই বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। রাস্তায় গাড়ির সঙ্গে ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে জখম হয় ওই বিএলও। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। রাজ্যের শাসক দল অভিযোগ করে, অল্প সময়ের মধ্যে এসআইআরের কাজ শেষ করার যে চাপ নির্বাচন কমিশন বিএলও'দের উপর দিয়েছে তার পরিণাম ওই মৃত্যু। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাতারাতি ওই বিএলও'র হাতে দুই লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়। দাবি করা হয়, নির্বাচন কমিশনও ওই বিএলওকে ক্ষতিপূরণ দিক। তা নিয়ে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে চাপানউতোর চলছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই চাপ কি সত্যিসত্যিই অমানুষিক? কেউ কেউ এই বলে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন, বেসরকারি সংস্থাগুলিতে কর্মীরা নিয়মিত এর থেকেও বেশি চাপ নিয়ে ছুটে বেড়ায়। অনেক সরকারি দপ্তরেও কাজের চাপ রয়েছে যথেষ্ট। তাঁরা যদি সেই চাপ নিয়ে কাজ করতে পারে, তাহলে বিএলওরা পারবে না কেন? প্রশ্ন বা বিতর্ক তাই সঙ্গত। সেক্ষেত্রে কি বিএলওদের প্রশিক্ষণে কোথাও ঘাটতি থেকে গিয়েছে অথবা তাঁদের কাজের বিষয়ে মানসিক ভাবে চাঙ্গা করা হয়নি? এই বিষয়টি প্রত্যেকের ভাবা উচিত। তাহলে হয়তো এমন বিতর্কের অবসান ঘটবে। অবসান হবে রাজনৈতিক টানাপোড়েনেরও।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্য্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক	ঃ কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, রাহুল রাউত
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ মিঠুন রায়

উত্তরবঙ্গের হস্তশিল্পের কথা

শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা নিয়ে গঠিত এই উত্তরবঙ্গ হল সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক। এখানকার লোকশিল্প এবং হস্তশিল্প স্থানীয় জাতি-উপজাতি, প্রকৃতি এবং ঐতিহাসিক প্রভাবের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। কিন্তু আধুনিকীকরণ, নগরায়ণ এবং বৈশ্বিক বাজারের চাপে এই শিল্পগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পুনরুজ্জীবনের জন্য দরকার সরকার, সম্প্রদায়, এনজিও, শিল্পী এবং ভোক্তাদের মিলিত উদ্যোগ।

উত্তরবঙ্গের প্রধান হস্তশিল্প স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করেই তৈরি হয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল, বাঁশ ও বেতের শিল্প যা সারা উত্তরবঙ্গে বেশ প্রচলিত। কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়েই বাঁশ ও বাঁশের তৈরি জিনিসের চাহিদা রয়েছে। বেতের ঝুড়ি, আসবাবপত্র এবং সাজসজ্জার জিনিসপত্র স্থানীয় গ্রামীণ সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। পাশাপাশি ঘর সাজানোর কাজেও বাঁশের জিনিসের চাহিদা প্রবল। এছাড়াও কোচবিহারের শীতল পাটি এক আরামদায়ক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ঘরের জিনিস। শোলা ও পাটের জিনিস তো রয়েইছে।

আলিপুরদুয়ারে তৈরি কাঠের মূর্তি, আসবাব, জুট থেকে ম্যাট, ওয়াল হ্যাঙ্গিং এবং ব্যাগ তৈরি হয়, যা পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই, পাশাপাশি এর চাহিদাও বেশ। উত্তর দিনাজপুরের মুখোশ, টেরাকোটা, কাঠের ও উলের জিনিসের উৎপাদন বেশি। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরে নকল গয়না, ডোকরা শিল্প ভালোই আয় নিয়ে আসে শিল্পীদের ঘরে। আদিবাসীদের ধাতুর তৈরি কাজ ডোকরা নামে পরিচিত। এটি প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই বেশ জনপ্রিয়।

এছাড়া, কালিম্পংয়ের হয় কার্পেট বুনন, তিব্বতী প্রভাবে তৈরি ব্যাগ ইত্যাদি। ইয়াথরা হল এখানকার এক বিশেষ শিল্প। যার মানে পশমী কাপড়। এছাড়া, উত্তরবঙ্গের ঘরে ঘরে কাঁথা এমব্রয়ডারি বেশ প্রচলিত। মোটামুটি সবার ঘরেই রয়েছে পুরনো কাপড়ে সেলাই করে বানানো কাঁথা বা কম্বল। কাঁথা স্টিচের নাম নিলে আসে মালদার কথা। এই শিল্পগুলি শুধু অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সাংস্কৃতিক পরিচয়েরও প্রতীক। এগুলি হাতে তৈরি, তাই উৎপাদনের পরিমাণ কম, আর দামও মোটামোটি যন্ত্রে বানানো পণ্যের থেকে বেশি হয়। তাই সেই প্রতিযোগিতায় হয়তো এখন হাতের কাজের চাহিদা কমছে বললেই চলে।

কোচবিহারের রাসমেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির শিল্প বিভাগের স্টোরে, বা কিউরেটেড কুটির শিল্প মেলায় গেলে দেখা যায় সেখানে প্রচুর মানুষের ভিড়। তবে সবার মুখে একটাই কথা, 'দামটা বড্ড'।

তবে শুধু দামের দোষ দিলে হবে না। এই জিনিসগুলো বানাতে যে দক্ষতা প্রয়োজন সেই দক্ষতাও আজ হারিয়ে যাচ্ছে তরুণ প্রজন্মের শহরমুখী হওয়ায় চাপে। পাশাপাশি রয়েছে স্থানীয় শিল্পীদের বিপণনের কম সুযোগ, উপযুক্ত বাজারের অভাব। মাদুর ও বেতের শিল্পীরা সঠিক মূল্য পান না, যার ফলে মধ্যস্বত্বভোগীরা লাভ করে এবং শিল্পীরা নিরুৎসাহিত হন। এতে নতুন নতুন জিনিস উৎপাদনের উৎসাহ হারিয়ে যায়। আবার বাঁশ ও বেতের কাজে আধুনিক ডিজাইন না থাকায় বাজারে এর চাহিদা কমিয়ে দেয়।

প্রাকৃতিক সমস্যার মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁশ-পাটের উৎপাদনের জন্য যে জলবায়ু দরকার সেটাও এখন উপযুক্ত নয়। হয় অত্যাধিক বর্ষা বা খরা, পত্রিকা খুললেই দেখা যায় চাষীদের করুণ অবস্থার ছবি।

তবে শুধু উত্তরবঙ্গ নয় সারা ভারতের লোকশিল্পই আজ কমবেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তবে সরকার থেমে নেই, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ কিছু উদ্যোগের মাধ্যমে হস্তশিল্প সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে। তবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তীয় জেলায় সেই উদ্যোগ কতটা সাড়া ফেলে এটাই দেখার।

সরকারি প্রয়াস সম্পর্কে জানতে হলে আমরা একাধিক জাতীয় ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পারি যে একটি বা দুটি নয় কুটির শিল্পকে ঘিরে হাজারও সরকারি উদ্যোগ রয়েছে। শুধু সরকার কেন এনজিও, গোষ্ঠী, ব্যক্তিগত উদ্যোগও রয়েছে। কিন্তু সেগুলি কি যথেষ্ট? সেগুলি কি আদৌ পরিকল্পনা অনুযায়ী সাড়া ফেলে? ভারতে একটি বিশেষ উদ্যোগ হল সম্প্রদায়ভিত্তিক যাদুঘর। গ্রামীণ বাংলায় এই যাদুঘরগুলি লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ করে, যেখানে শিল্পীদের কর্মশালা এবং প্রদর্শনী হয়। উত্তরবঙ্গের মতো এলাকায় এটি স্থানীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে।

সম্প্রতি কলকাতার ভারতীয় ভারতীয় সংগ্রহালয়ে চলা 'ব্রেদিং উইথ হিস্ট্রি – সেলিব্রেটিং রুরাল হেরিটেজ স্টোরিজ'- এর মতো প্রদর্শনী সেই গ্রামীণ শিল্পের গল্পই বলে। সেখানে অংশ নিয়েছে কোচবিহার আর্কাইভ। তাদের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের লোকঐতিহ্য সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। এই উদ্যোগে সঙ্গে ছিল কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি, ভারতীয় সংগ্রহালয় এবং মিউজিয়াম অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। এএমআই আর্টস ফেস্টিভ্যাল এবং বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ উপলক্ষে চল্লিশটিরও বেশি সংগ্রহশালা এখানে অংশগ্রহণ করে। যা লোকশিল্প পুনরুজ্জীবনের দায়িত্বের কথা প্রচার করে, গ্রামীণ-শহুরে সংযোগ গড়ে তোলে।

সংরক্ষণের পর প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। গ্রামীণ শিল্পীদের ব্যবসায় সাহায্য করে সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত মেলাগুলো। একমাত্র মেলাই হস্তশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে বলে মনে করেন স্থানীয় শিল্পীরা। শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে বিশ্ব বাংলা প্রাঙ্গনে আয়োজিত কুটির শিল্প মেলা তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের উদ্যোগে গ্রামে ফোক আর্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, যার দায়িত্বে পড়ে সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ। তবে সেই কেন্দ্র থেকে স্থানীয়রা যাতে উপকৃত হয় সেই দিকে খেয়াল রাখাই আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। কারণ কারিগরদের লাভ মানেই শিল্প বেঁচে থাকা।

এছাড়া, লোকশিল্পীদের মাসিক আর্থিক সাহায্য প্রদান, কর্মশালা এবং সাংস্কৃতিক পর্যটন প্রচারে উত্তরবঙ্গের জেলায় লোক শিল্পীদের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দরকার ইউনেস্কোর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগ। দরকার তরুণদের প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও এবিষয়ে গবেষণার দরজা খুলে দেওয়া। দরকার এই শিল্পীদের স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে আধুনিক ও ব্যবহারযোগ্য জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া। আর তার ভিত্তি তৈরি করবে এই বিষয় নিয়ে ভবিষ্যৎ নির্ভর গবেষণা। যা শুধু উত্তরবঙ্গের শিল্পকেই না, সারা ভারতের অজস্র শিল্প ও শিল্পীর উপকার করবে।

সম্প্রতি সরকারের উদ্যোগে মাদুর শিল্পকে জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে, যা এর বাজারমূল্য বাড়িয়েছে। লোকপ্রসার প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পীদের সহায়তা প্রদান আরেকটি ভালো উদ্যোগ। ব্যাম্বু মিশন প্রকল্প উত্তরবঙ্গে বাঁশ-ভিত্তিক পণ্যের প্রশিক্ষণ, উৎপাদন এবং বিপণনে সাহায্য করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এনেছে। উত্তরের জেলার বাঁশ ও বেতের শিল্পকর্ম এখন বেশ সাড়া ফেলেছে।

ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ সেফগার্ডিং স্কিম এবং রুরাল ক্রাফট হাব শিল্পীদের প্রশিক্ষণ এবং মেলার আয়োজন করে। এখন প্রয়োজন শিল্পীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো। এই উদ্যোগগুলি শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য দেয়, আরও দক্ষ করে তোলে পাশাপাশি নিজেদের শিল্প প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য বাজার তৈরি করে দেয়।

সেক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা এবং এনজিওগুলি সরকারের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন, ক্রাফটিজেন হ্যান্ডিক্রাফটস এবং মোন অমি ফাউন্ডেশনের মতো এনজিও হস্তশিল্পীদের জীবন যাত্রা উন্নয়নে কাজ করে। রঙসুত্র ক্রাফটস এবং অন্যান্য সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ গ্রামীণ শিল্পীদের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসে ও আধুনিক ডিজাইনের সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, উত্তরবঙ্গের এই শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন কেবল সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ নয়, বরং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। সরকারি নীতি, এনজিওর উদ্যোগ এবং প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগ যদি যৌথভাবে চলতে থাকে, তাহলে মাদুর, শোলা, বাঁশের কাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কারণ এগুলো পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই। এই দায়িত্ব যদি সবাই ভাগ করে নেয় তবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সব দিক থেকেই উত্তরবঙ্গের উন্নতি সম্ভব।

কবিতা

কালীর আহ্বান

অনির্বাণ বোস

এ দেহ ধুলো করে দাও মা
মাংসের ভারে চৈতন্য ডেবে যায়।
এই লাল আগুনের যুগে–
আধ খাওয়া আপেলের মতন রেখে গেছ হে
নৃশংস পিঁপড়েদের সাথে তাই পাঙ্গা ।

ভাগীরথীর তরঙ্গ বেড়াল ছারখার করল আমায়
গরুড় নাদে আকাশ উথাল
পাথাল করে বেড়ালাম এইমাত্র
এ কথা কাকে বোঝাবো?
কালীর চোখে আমার কান্না এঁটো হয়েছে
এ কথা কেউ মানে না।

শুনেছি, পিতা জানালা খোলেনি বহু বছর
তাই গাছের ছায়া কি সে বোঝে না।
কি করে বোঝাই জানালার জন্য আমার মন কেমন করে
রণ ভেরীর মতো দু'চোখ দেখিয়ে পাগল করে–
মা আমার; এখন কামড়ের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়।
এ দেশে ভাত খোঁজাই যেন ধর্ম হয়ে গেল!
এই ধর্মের মুখে নুড়ো জ্বেলে আসো মা
এই ধর্মের বুকে লাথি মেরে আসো মা।

যুগ যুগ ধরে বলির পাঁঠা সাজানো হয়েছে
বিধ্বস্ত নারায়ণী সেনার প্রতিনিধি হয়ে
তুমি বাঘের মতো গর্জে আসো মা
ওয়ার্ল্ড ওয়ারের মতো নেমে এসো ধরাধামে।

মেঘগ্রাসে হারিয়ে যাচ্ছে সূর্যদেবের বুনো ঘোড়াগুলো
এবার ধূম তুলে আসো দেখি
ভুরি ভুরি আগুন ঠিকরে বেরোক মহাকাশে।
অণুতে-পরমাণুতে পোকার মতো বারুদ কিলবিল করছে
এবারে কিশোরী বোমা অবতারে এসো মা
বিস্ফোরণে চৈতন্য হোক তবে।
অভুক্ত এসো মা ,আমার কলিজা কাবাব করে খাও
মহাকালের উনুনে সেঁকা মস্ত রুটির মতো –
জন্মান্তরের মহাস্মৃতি ফুলে উঠছে রোমকূপে
কুকুরের মতো ক্রন্দনরত লক্ষ্যবার চুলোয় গেছি আমি
সদা চিন্ময়ী তুমি রেবেল হয়ে আসো মা।

একলা রেখে

সীমা মণ্ডল

যে স্বেচ্ছায় গোপনে মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ হয়েছিল,
যে ধীরে ধীরে মায়ার সমুদ্রের অতলে ডুব দিয়েছিল,
সময়ে অসময়ে অন্তরের অন্তরে নীড় বেঁধেছিল,
কারণে অকারণে তরুলতার ন্যায় আলিঙ্গন করেছিল,
একলা দিনে কাছে এসে যে সঙ্গী হয়েছিল,
বিষন্নতার ঢেউ সরিয়ে যে বিষন্নতার ঔষধ হয়েছিল,
আমার সৌরভহীন গোলাপগুলিকে যে সুরভিত করেছিল,
পরাজিত আমিকে যে জয়ী করেছিল,
ভীড়ের মাঝেও যে শুধু আমাকেই খুঁজেছিল,
সে আজ স্বেচ্ছায় গোপনেই মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে দিল
চলে গেল নীল দিগন্ত পেরিয়ে,
আমাকে একলা রেখে,
কোনো এক অজানা দেশে।
যে দেশের চতুর্সীমানার মধ্যে নাই আমি,
যে দেশের মায়ায় নাই আমার মায়া।

বই রিভিউ

সিকিমের রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল 'নিঘাত নিনাদ'

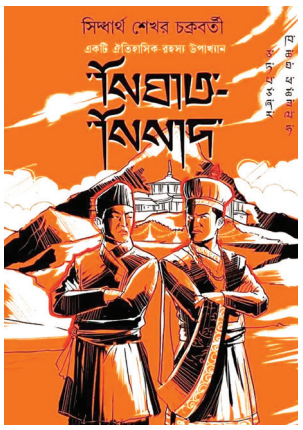

সায়ন্তন ধর

নিঘাত নিনাদ', নামটিতে 'ন'-এর অনুপ্রাসের সাথে সাথে, একটা গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা - ঔপন্যাসিক সিদ্ধার্থ শেখর চক্রবর্তীর রিসার্চমূলক প্রথম উপন্যাস, আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে বাড়তি আকর্ষণ তিব্বতি উচেন লিপিগুলি। সৌন্দর্যময় ভৌগোলিক অঞ্চল - সিকিমের ভারত অন্তর্ভুক্তির অজানা ইতিহাস ধরা রয়েছে দু'মলাটে, যেখানে তিনটি কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত।

লেখকের যত্নে গড়া 'জয়' চরিত্রটি ভীষণ চেনা। অসাধারণ কর্মোদ্দীপনা, কাজ গুছিয়ে নিতে সমস্যা, বসের নির্দেশ না মানার প্রবণতা, নতুন জায়গা, নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে দ্বিধা, স্রোতে গা ভাসিয়ে কার্য সমাধানে এক অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ- তারপর এক ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী থেকে যাওয়া এক গড়পরতা বাঙালি চরিত্র, যা ঘাত-প্রতিঘাতে কখন আরব-বেদুইন হয়ে যায়...

কর্মা' শৌখিন, দায়িত্বশীল তরুণ সিকিমিজ, দূরদর্শী পিতার সন্তান, যে দেশের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করতে নিজের কৌমের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশপ্রেমিক কর্মা প্রেমিকা 'মিংমা'-কে দেশের কাজে যুক্ত হতে বললেও গুলিয়ে ফেলেনি দুটি বিষয়কে। মিংমা স্বাভাবিকভাবেই ভুল বুঝেছিল। চলে দুই প্রেমিক মনের টানাপোড়েন - যা লেখক খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, শেষে মিংমা ধীরে ধীরে নিজের ভুল বোঝে।

বাকি চরিত্রগুলি তো একদম বাস্তব। লেখক আর তাদের দিয়ে কোনরকম অভিনয় করাননি, কারণ ঘটমান সেই অতীত নিজেই বড় নাটকীয়। অনেক অজানা তথ্য জানা যায়। একদম শেষে আর একটি রাজনৈতিক ঘটনার কথা ছুঁয়ে গিয়েছেন লেখক, হয়তো জয় পাবে তার পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট, নতুন উপন্যাসের অপেক্ষা।

উপন্যাসের শেষ অংশে একটা বিষয়ে একটু দ্বিধান্বিত হলাম, গ্যাংটক থেকে কি তিস্তা নদী দেখা যায়? বা তখন যেত, পরবর্তীতে তিস্তা তার প্রবাহপথ পরিবর্তন করেছে? নাকি কর্মা ও মিংমার মিলনে তাদের জমে থাকা চোখের জল, সিকিমের মানুষের রাজতন্ত্রের প্রতি জয়ে আনন্দাশ্রু, সব মিলে মিশে তিস্তারূপী জলধারা প্রবাহিত হয়েছে কল্পনায়।

বানানে কিছু ভুল চোখে পড়লেও পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া হবে বলেই আমার বিশ্বাস। বর্তমানে বাংলা আকাদেমির সরলীকৃত যুক্তাক্ষরের বিধি বড় কষ্ট দেয়। কিন্তু কিছু করার নেই। নিয়ম বড় বালাই। সবশেষে বলব, সংগ্রহে রাখার মতো একটি বই, পড়ুন, জানুন সিকিমকে।

শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী-ত্রিসূত্র : সময় পরিস্থিতি, সমীকরণ

প্রবন্ধ

নবনীতা সান্যাল,
শিক্ষিকা, জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয়(উঃ মাঃ), শিলিগুড়ি

বিগত প্রায় দুই দশকের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা বিনিসুতোয় গাঁথা নানা ফুলের একখানি মালা। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি একই ক্লাসের কোনো ছাত্রই একরকমের নয়। মেধার রকমফের যাই থাক, আছে পছন্দ ও চারিত্রিক অমিল। তবু, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ও প্রত্যেকেই নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়েই অনবদ্য। আমাদের কাজটুকু এই যে, তাদের স্বাতন্ত্র্যটুকু খুঁজে বের করা। অর্থাৎ, প্রথাগত পড়াশোনার বাইরে ভালোলাগাটুকু খুঁজে পাওয়া গেলেই কাজটা সহজ। ব্যস, তারপর কে ভালো ডিবেট করে, কে ভালো আবৃত্তি করে, কে ভালো ছবি আঁকে, কে ভালো ক্লাস পরিচালনা করে - এইরকম নানা কাজের মধ্যে তাদের এনে ফেলা। প্রাথমিকভাবে এইটুকুই আমাদের, মানে শিক্ষকদের দায়িত্ব। ক্লাসের স্বল্প পরিসরে ও অতি অল্প সময়ের মাঝে - চল্লিশ, কী মিনিটের ক্লাসে সিলেবাসের পড়াশোনা শেষ করে, এই খোঁজখবর করা সহজ নয়। তবে, অস্বীকার করার উপায় তো নেই যে, ব্যতিক্রমই সহজে নজর কাড়ে।

কিন্তু, ইদানীং এই সহজ রাস্তায় বড় গোলমাল হয়ে যায়। এই যে, প্রাথমিক প্রেষণা সেখানে আজকাল কোনোভাবেই ছাত্রছাত্রীদের সংযুক্ত করা যাচ্ছে না। এমনকি গল্প শুনতেও তাদের আগ্রহ নেই। পড়া বোঝা বা শোনার ধৈর্য তো নেইই। ক্লাসরুমের বাইরেও আগে যে মুখগুলি পড়ার বিষয় জানতে চাইতো বা সিলবাসের বাইরেও গিয়ে নানা প্রশ্ন করতো, বেশ কিছুদিন ধরে তারা প্রায় অন্তর্হিত। ছোটো কী বড় সব ক্লাসের ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। খুব আশ্চর্য লাগে। আমাদের কাজটাই তাহলে কী থাকলো আর? শিক্ষকতা আজ সত্যিই চ্যালেঞ্জের মুখে।

সময় ও সমাজ বদলে যাচ্ছে অনেক। বাড়ছে অসহিষ্ণুতা, ধৈর্য কমছে। ছোটো বড় সকলের বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়ে উঠছে মোবাইল। জীবন হয়ে উঠছে নেট ও সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর। একাকিত্বই বড় হয়ে উঠছে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বদলে শিক্ষকরাও ক্রমেই হয়ে উঠছেন যেন শ্রেণীশত্রু। বই বিমুখ একটি প্রজন্ম অনিশ্চিতের দিকে হাঁটছে। কারো কোনো বন্ধু নেই, কেউ কারো অভিভাবকত্ব মানে না। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষক সমীকরণ সহজ হবে, এমন তো আশা করা যায় না। তবু, সেই যে সত্যজিৎ রায়ের 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' গল্পে ভূগোল শিক্ষক বঙ্কুবাবু বলেছিলেন না, যে একটি ছাত্রও যদি তার কথা বোঝে, তাই তিনি অপেক্ষা করেন,কারো মধ্যে একটু স্পার্ক দেখলেই তাকে বাড়িতে নিয়ে আদর যত্ন করেন... আমাদের সেই ভরসা। বিশ্বাস হয়, এইভাবেই বেঁচে থাকবে শিক্ষা এবং শিক্ষক আর ছাত্র সম্পর্কের আর বিকল্প হবে না, তাকে যে নামই দেওয়া হোক...বন্ধু, দার্শনিক ও প্রদর্শক হয়েই পথ দেখাবেন শিক্ষক। আরও অনেক দেশের মতোই আমাদের গুরুমুখী শিক্ষা পদ্ধতির যে বিকল্প হবে না, খোল নলচে যত বদলে যাক, সে ভরসা থেকে যায়...

'চিতলগাঙ'-এর দশম সংখ্যা প্রকাশ ও সম্মাননা প্রদান

সম্প্রতি কোচবিহারের লোকভাষা ও সংস্কৃতির নিরলস সেবক, রাজবংশী ভাষার পত্রিকা 'চিতলগাঙ'-এর সম্পাদক শ্রী যতীন বর্মা-এর উদ্যোগে বারকোদালি কাশিয়াবাড়িতে প্রকাশিত হল এই পত্রিকার দশম বিশেষ সংখ্যা। অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় শ্রী অমল চন্দ্র বর্মার লেখা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, 'কুচবিহারের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ'।

এবছর 'চিতলগাঙ' সম্মাননা প্রদান করা হয় উত্তর জনপদের দুই কৃতি ব্যক্তিত্ব শ্রী হিতেন মালী ও শ্রীমতী বীণা রায়কে। হিতেনবাবু দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে তাঁর পুতুল নাচের দল নিয়ে কাজ করছেন। তিনি একজন দক্ষ দোতরা শিল্পী এবং একসময় কুশান বিষহরা লোকনাটকের দলে নিয়মিত পরিবেশন করতেন। অন্যদিকে, উত্তরাঞ্চল নিম্ন

অসমে আটের দশকে তুমুল জনপ্রিয় 'ময়নার চখুর জল' লোকনাট্যের মূল চরিত্র 'ময়না'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বীণাদেবী। এই দুই গুণী ব্যক্তিত্ব অনুষ্ঠানে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শ্রী নিখিলচন্দ্র রায় এবং শ্রী হরিমাধব রায়। এছাড়াও অসম থেকে উপস্থিত ছিলেন শ্রী নীলিময় প্রধানী, কবি সঞ্জয় সোম, অম্বরীশ ঘোষ সহ বহু গুণী ব্যক্তিত্ব। এই অনুষ্ঠানে ভাওয়াইয়া গান ও ভাওয়াইয়া বরণ নৃত্য পরিবেশিত হয়। শেষে ছিল চমৎকার এক মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন। সম্পাদক যতীন বর্মার আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা হেমন্তের এক মায়াময় স্মৃতির জন্ম দিল বলে জানান উপস্থিত সকলে।

যতীন বর্মার ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার ফলস্বরূপ তিনি প্রয়াত বিনোদ বিহারী বর্মন-এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রথম সম্পাদনা করেছিলেন 'রাজবংশী কবিতা সংকলন'।

৭০ বছর পর নেওড়াভ্যালিতে দেখা গেল ‘কস্তুরী মৃগ’

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: বাংলার জঙ্গলে সাত দশক পরে ফের দেখা মিলল বিপন্ন কস্তুরী মৃগের। জলপাইগুড়ির নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩ হাজার ১১২ মিটার উচ্চতায় রাতের অন্ধকারে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল একটি কস্তুরী মৃগের ছবি। এর আগে ১৯৫৫ সালে দার্জিলিংয়ের সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে শেষবার দেখা গিয়েছিল এই বিরল প্রজাতিকে। দীর্ঘ বিরতির পর আবার বাংলায় কস্তুরী মৃগের দেখা মিলতে উচ্ছ্বসিত বনদপ্তর।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জে ভি জানিয়েছেন, ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে গত দু’বছর ধরে নেওড়াভ্যালিতে সমীক্ষা চালানো হচ্ছিল। সেই সমীক্ষার অংশ হিসেবেই বেশ কিছু ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়। ওই ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখতেই বিপন্ন কস্তুরী মৃগের উপস্থিতি ধরা পড়ে। তিনি বলেন, “এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। বাংলার জঙ্গলে এই প্রজাতির অস্তিত্ব পাওয়া নিঃসন্দেহে বড় পাওয়া।”

বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩-’২৪ সালে পরিচালিত ওই সমীক্ষার সময় গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর ট্র্যাপ ক্যামেরায় মাস্ক ডিয়ারের ছবি উঠে আসে। পরে ফুটেজ পর্যালোচনা করতে গিয়েই বিষয়টি নিশ্চিত হয় বনকর্তারা।

বর্তমানে দেশে ব্ল্যাক মাস্ক ডিয়ার, হিমালয়ান মাস্ক ডিয়ার, অ্যালপাইন মাস্ক ডিয়ার ও কাশ্মীর মাস্ক ডিয়ার—এই চার প্রজাতির কস্তুরী মৃগ দেখা যায়। সংখ্যায় অত্যন্ত কম হওয়ায় সাধারণত অরুণাচলপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, সিকিম, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তরাখণ্ডের জঙ্গলে মাঝেমধ্যে তাদের দেখা মেলে। বাংলায় ৭০ বছর পর কস্তুরী মৃগের উপস্থিতি তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে নেওড়াভ্যালিতে ধরা পড়া মৃগটি কোন প্রজাতির, তা এখনও জানা যায়নি।

কস্তুরী পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সুগন্ধী হিসেবে পরিচিত, যার উৎস পুরুষ মাস্ক ডিয়ারের নাভিতে থাকা বিশেষ গ্রন্থি। নির্দিষ্ট বয়সে এই গ্রন্থি বিকশিত হয়ে কস্তুরী উৎপন্ন করে। সুগন্ধের তীব্রতা এবং স্থায়িত্ব এতটাই বেশি যে অতি অল্প পরিমাণ কস্তুরী বহু বছর ধরে ঘরে সুবাস ছড়াতে সক্ষম। তিন হাজার ভাগ গন্ধহীন পদার্থের সঙ্গে একভাগ কস্তুরী মিশিয়েও সুবাস পাওয়া যায়। দশ বছর বয়সে পুরুষ কস্তুরী মৃগের এই গ্রন্থি পরিপক্ব হওয়ায় তখনই শিকারিরা তাকে হত্যা করে। একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থির ওজন সাধারণত ৬০-৬৫ গ্রাম হলেও সব মৃগ সমান পরিমাণ কস্তুরী উৎপন্ন করে না।

ইতিহাসে রাজা-বাদশাহেরা কস্তুরীর ব্যবহার করতেন। সোনার চেয়ে বহু গুণ বেশি দামের এই সুগন্ধী বর্তমানে সুগন্ধী শিল্প ছাড়াও ওষুধ তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

চিলা রায়ের জন্মদিনে ছুটির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: এবার বীর চিলা রায়ের জন্মদিন উপলক্ষেও সেকশনাল ছুটি ঘোষণার সম্ভাবনার বার্তা দিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি ও রাজবংশী সমাজের বিশিষ্টজনদের মতামত প্রয়োজন বলে জানিয়েছে রাজ্য সচিবালয়। তবে ভোটের প্রাক্কালে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে সরগরম রাজনৈতিক মহল। বিরোধী রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও কামতাপুরিদের মন জয় করার জন্য তৃণমূল এই উদ্যোগ নিচ্ছে।

তবে তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মহুয়া গোপের মতো একাধিক কর্মকর্তার বক্তব্য, সরকার এর আগে করম পুজোতেও ছুটি দিয়েছে। বীর চিলারায়ের জন্মদিনে সেকশনাল ছুটি দেওয়ার কথা সরকার অনেকদিন ধরেই ভাবছে। কথা আছে চলতি নভেম্বর মাস, অথবা ডিসেম্বরের শুরুতেই এই ছুটি ঘোষণার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

বীর চিলারায় ছিলেন কোচ রাজবংশের পরাক্রমশালী যোদ্ধা, রাজা বিশ্ব সিংহের তৃতীয় পুত্র এবং রাজা নরনারায়ণের সুদক্ষ সেনাপতি। কামতাপুরি ও রাজবংশী সম্প্রদায় ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর জন্মদিবস পালন করে থাকেন। অসমে এটি সরকারিভাবে পালিত হয়। কামতাপুর ভাষা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান অমিত রায় এবং অন্যান্য কামতাপুরি সংগঠনের নেতারা দীর্ঘ বছর ধরে এই ছুটির দাবি করে আসছেন। সেই সঙ্গে স্কুল পাঠ্য ইতিহাসে বীর চিলারায়ের পরাক্রমের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করারও দাবি জানানো হয়েছে।

তবে সরকারি উদ্যোগে রাজনীতির প্রসঙ্গ আসায় এই সিদ্ধান্ত কবে কার্যকর হয় সেটাই দেখার।

বন্যপ্রাণ বিপন্ন করছে ‘অসচেতনতা’

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: প্রকৃতির প্রতি প্রতিটি নাগরিকের এক অনস্বীকার্য নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের অত্যন্ত সুরক্ষিত কোর এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য পাওয়ার ঘটনা তীব্রভাবে মনে করিয়ে দিল, মানুষের সামান্য অসতর্কতা বন্যপ্রাণীদের জন্য কতটা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

প্যাকেটজাত খাবার খাওয়ার পর সেই প্যাকেট এখানে সেখানে ফেলে দেওয়ার সমস্যা প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে। এই সব কুঅভ্যাস পরিবেশ ও প্রাণীজগতকে সরাসরি ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়। এসব প্রমাণ করতে জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ান সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, বনকর্মীরা ছাড়া কেউই যেখানে যেতে পারেন না, সেই সুরক্ষিত চারণভূমিতেও প্লাস্টিকের স্তূপ জমেছে। এই দৃশ্য বনকর্তাদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

বনকর্তাদের পর্যবেক্ষণ, মূলত নদীর মাধ্যমেই এই প্লাস্টিকগুলি জঙ্গলের গভীরে পৌঁছে যাচ্ছে। গত অক্টোবর মাসের নদীতে ভাসতে ভাসতে এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্য জাতীয় উদ্যানের কোর এলাকায় এসে জমেছে। এই সুরক্ষিত চারণভূমিতে যে প্রাণীরা ঘুরে বেড়ায় এবং জল পান করে, তারা ভুলবশত এই প্লাস্টিক গিলে ফেললে তাদের জীবনসংশয় ঘটবে।

ডিএফও পারভিন কাশোয়ানের এই ভিডিওর মূল লক্ষ্য ছিল সচেতনতা তৈরি করা। তিনি দেখিয়েছেন, মানুষ যখন ছোট নদী, ঝোরা বা রাস্তার ধারে প্লাস্টিক সামগ্রী ফেলে দেয়, তখন স্রোতের মাধ্যমে তা কতদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে বন্যপ্রাণীর এলাকায় ক্ষতি করতে পারে। ডিএফও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, মানুষ যদি সচেতন না হয়, তবে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলিও মানবসৃষ্ট দূষণ থেকে রক্ষা পাবে না।

পৌরকর অপচয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার পৌরসভা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনগণের দেওয়া কর অপচয়ের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। শহরের প্রাণকেন্দ্র সাগরদিঘির চারপাশে দিনেরবেলাতেও নিয়মিত পথবাতি জ্বলে থাকতে দেখা যায়। বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ কারণ, অর্থের অভাবে যখন শহরের অন্যান্য প্রান্তে রাস্তা বা নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করা যাচ্ছে না, তখন এভাবে বিদ্যুৎ অপচয় করা হচ্ছে।

স্থানীয় আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় পুরকর্মীদের দেখভালের অভাবকে দায়ী করে বলেছেন, এই বিদ্যুতের খরচ সাধারণ মানুষকেই কর দিয়ে চোকাতে হয়।

যদিও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আলোকস্তম্ভগুলির বাতি নির্দিষ্ট টাইমারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বলে ও নেভে। তাঁর মতে, মেশিনে গোলযোগের কারণেই মাঝে মাঝে এমন ঘটে, তবে পুরসভা ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্যুৎ অপচয় করছে না। দ্রুত এই বিষয়ে প্রশাসনের সজাগ হওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ফের খাঁচায় আটক চিতাবাঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: ডুয়ার্সের মাদারিহাট ব্লকের নীচ লাইম এলাকায় ফের বনদপ্তরের পাতানো খাঁচায় ধরা পড়ল আরেকটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার চিতাবাঘ ধরা পড়ায় এলাকাবাসীর উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নীচ লাইম ও সংলগ্ন অঞ্চলে চিতাবাঘের আনাগোনা বাড়ছিল। রাতে বাড়ির উঠোন থেকে গবাদি পশু তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন বাসিন্দারা। সন্ধ্যার পর প্রায় ঘরবন্দি হয়ে পড়ছিলেন সবাই। ফলে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন স্থানীয়রা।

পরিস্থিতি জানানো হয় একটি চা বাগানের ম্যানেজারকে। তিনি দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীদের দ্রুত খবর দেন। এরপর বনদপ্তর গত ২০ নভেম্বর এলাকায় একটি খাঁচা পেতে নজরদারি বাড়ায়। খাঁচা পাতার মাত্র দু’ঘণ্টার মধ্যেই প্রথম চিতাবাঘটি ধরা পড়ে। বনকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান।

কিন্তু আতঙ্ক কাটার আগেই ফের চাঞ্চল্য। ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে খাঁচার সামনে গিয়ে স্থানীয়রা দেখতে পান আরেকটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ বন্দি অবস্থায় ছটফট করছে। খাঁচার ভিতরে ছোটাছুটিতে তার মুখে আঘাতও লাগে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই আতঙ্ক আরও বাড়ে।

খবর পেয়ে দলগাঁও রেঞ্জের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন। বনদপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর তাকে জঙ্গলের নিরাপদ আশ্রয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। বনকর্মীদের আরও নজরদারি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

পাহাড়েই শেষ নিঃশ্বাস পর্যটকের!

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: সান্দাকফুর ঠান্ডা হাওয়া ও কম অক্সিজেনের দাপটে প্রাণ হারালেন যাদবপুরের বাসিন্দা অনিন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় (৭২)। পরিবারের সঙ্গে পাহাড় সফরে গিয়েছিলেন তিনি। গত ২৩ নভেম্বর রবিবার থেকে অসুস্থ বোধ করছিলেন। সোমবার সকালে অবস্থার আরও অবনতি হলে দ্রুত তাঁকে সুখিয়াপোখরি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, অবিবাহিতা অনিন্দিতা নিয়মিত বোন ও বোনের পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন। গত ২১ নভেম্বর তাঁরা দার্জিলিং পৌঁছান। দুই দিন দার্জিলিং ও দুই দিন লেপচাজগতে কাটানোর পর শনিবার তাঁরা যান টুমলিংয়ে। রবিবার সান্দাকফু পৌঁছানোর পরই অনিন্দিতার শারীরিক সমস্যা বাড়তে থাকে।

সোমবার সকালে তাঁর শ্বাসকষ্ট তীব্র আকার নেয়। পাহাড়ি অঞ্চলের কম অক্সিজেন পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে বলে চিকিৎসকেরা জানান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে আর ফিরিয়ে আনা যায়নি। ঘটনায় শোকাহত মৃতার পরিবার।

রাজ্য তিরন্দাজ দলে কোচবিহারের দুই কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: একসময় যারা মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যদের অনুশীলন দেখত এখন তারা ঝাড়গ্রামে রোজ নিয়ম করে সেন্টারে যায় প্রশিক্ষন নিতে। আর্থিক অনটনে একসময় ধনুক জোটেনি, তারপর সব বাধা পেরিয়ে এখন তারা রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে জাতীয় প্রতিযোগিতায়।

কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের আমবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটলাগুড়ির বাসিন্দা টোটোচালক ও দিনমজুর পরিবারের সন্তান গোপাল রায় এবং পিউ রায়ের স্বপ্ন ছিল অদম্য। জেদ ছিল হার না মানার। তাদের সেই অদম্য আগ্রহের আঁচ পেয়েছিলেন তিরন্দাজির কোচ মৃত্যুঞ্জয় রায়। বছরখানেক আগে নিজের উদ্যোগে ধনুকের ব্যবস্থা করে তিনি গোপাল ও পিউকে ময়দানে নিয়ে আসেন। সেই কঠোর অনুশীলনের ফল আজ হাতে-নাতে পেল তারা। জেলা থেকে সরাসরি রাজ্য তিরন্দাজ দলে সুযোগ করে নিয়েছে এই দুই কৃতী।

রাজ্যের তরফে নামের তালিকা প্রকাশ হতেই কোচবিহারের ক্রীড়ামহলে খুশির হাওয়া। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেন, “গোপাল ও পিউ আমাদের গর্ব। ওদের মধ্যে যে জেদ দেখেছি, তাতে আমার বিশ্বাস— ওরা জাতীয় স্তরে রাজ্য এবং আমাদের জেলার মুখ উজ্জ্বল করবে।”

গোপাল ও পিউয়ের বাড়ির পাশেই কোচ মৃত্যুঞ্জয় রায় তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ দিতেন। মৃত্যুঞ্জয় বলেন, “একদিন ওরা দুজন এসে শিখতে চাইল। আমি বললাম ধনুক কিনতে হবে। কিন্তু পরদিন এসে জানাল, পরিবারের সেই খরচ করার সামর্থ্য নেই। তবুও রোজ দেখতাম ওরা মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে অনুশীলন দেখছে। ওদের এত আগ্রহ দেখে একদিন ডেকে কথা বললাম। তারপর নিজের উদ্যোগেই ওদের শেখানো শুরু করি। ওরা রাজ্য দলে সুযোগ পাওয়ায় আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।”

কোচবিহারে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় গোপাল ও পিউ ওয়েস্টবেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমিতে ট্রায়াল দিয়েছিল। সেখানে ভালো ফল করায় তারা প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়। বর্তমানে তারা ঝাড়গ্রামে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। গোপালের বাবা কমল রায় পেশায় টোটোচালক। অনুশীলনের সুবিধার জন্য গোপাল বাণেশ্বর খাবসা হাইস্কুল ছেড়ে চলতি শিক্ষাবর্ষে ঝাড়গ্রামের একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। পিউও এখন ঝাড়গ্রামের একটি স্কুলেই পড়াশোনা করে। গোপাল ও পিউ জানিয়েছে, পুরস্কার জেতার জন্য তারা এখন দিন রাত এক করে অনুশীলন করছে।

অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবলে কাবেরী

নিজস্ব প্রতিবেদন

হলদিবাড়ি: হলদিবাড়ি ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর হুদুমডাঙ্গার বাসিন্দা, ক্ষুদ্র চাষীর ঘরের মেয়ে কাবেরী রায় এখন অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলা ফুটবল দলের সদস্য। গত ২৪ নভেম্বর সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে সে। নবম শ্রেণির এই ছাত্রীর রাজ্য দলে সুযোগ পাওয়ায়, জাতীয় দলেও ডাক পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে দেওয়ানগঞ্জবাসী। দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্ত কাবেরী রায়ের পায়ের দক্ষতা প্রথম আবিষ্কার করেন।

বন্ধুরা যখন অঙ্ক কষায় মগ্ন বা বাংলা বই নিয়ে ব্যস্ত, কাবেরীর চোখ তখন থাকত সবুজ মাঠের দিকে। অপেক্ষায় থাকত কখন হাতে উঠবে চামড়ার গোলাকার বস্তুটি। স্কুল ছুটির পর দ্রুত ছুটে যেত দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পে। অবশ্য সেখানে তাকে নিয়ে এসেছিলেন ক্রীড়া শিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্তই। সেখানে সে ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে বল পায়ে দাপিয়ে ঘাম ঝরাত।

কাবেরীর বাবা বটকৃষ্ণ রায়ের বক্তব্য, ছোটবেলা থেকেই মেয়ের ফুটবল খেলার খুব নেশা। আশেপাশে ছেলেরা যখন খেলত, সেখানে চলে যেত। প্রথমে মেয়ে বলে অনেকে ওকে দলে নিতে চাইত না। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় ওকে দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পে ভর্তি করে দেওয়া হয়। মা জ্যোৎস্না রায় জানান, একটু মোটা হওয়ায় একসময় কাবেরীকে নাকি অনেক টিটকিরি শুনতে হয়েছে। কিন্তু সব মুখ বুজে সহ্য করে নিজের কাজ করে গিয়েছে। তারই ফলস্বরূপ স্কুল স্তরে জেলার দলে প্রতিনিধিত্ব করার পর এবার সরাসরি রাজ্য দলে সুযোগ পেয়েছে সে।

কলকাতায় কয়েকদিনের চূড়ান্ত পর্যায়ের ট্রায়াল চলছিল। সেই ট্রায়ালে অসাধারণ খেলা দেখিয়ে কাবেরী ১৮ জনের দলে নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছে। কাবেরীর এই সাফল্যে খুশি দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের সকলে। কাবেরীর এই অভাবনীয় উত্থান নিয়ে স্কুল শিক্ষক এবং কোচিং ক্যাম্পের প্রশিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্ত বেশ আশাবাদী। তিনি চান আগামী দিনে কাবেরী যেন জাতীয় দলে জায়গা করে নেয়।

চ্যাম্পিয়ন বারবিশা ডিসিএ ‘এ’

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি-র উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব ও বলাই মেমোরিয়াল ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১২ ডুয়ার্স কিডস কাপ ক্রিকেট-এর শিরোপা জিতল বারবিশা ডিসিএ ‘এ’ দল। সম্প্রতি টাউন ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে তারা ১ উইকেটে ফালাকাটা টাউন ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হল।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ফালাকাটা টাউন ক্লাব নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৪২ রান তোলে। দলের পক্ষে জ্যোতিপ্রিয় দত্ত সর্বোচ্চ ২৮ রান করেন। বারবিশার বোলারদের মধ্যে সৌম্যজিৎ দাস ৩১ রানে ৪টি উইকেট নিয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন।

জবাবে ১৪৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বারবিশা ডিসিএ ‘এ’ দল মাত্র ১৮.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৪ রান তুলে নেয়। দলের জয়ে মূল ভূমিকা নেন আল ইমরান, যিনি ৫৭ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেন।

ম্যাচে অসাধারণ অবদানের জন্য আল ইমরান ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি সেরা অলরাউন্ডার এবং সেরা ব্যাটারের পুরস্কারও নিজের দখলে নেন। অন্যদিকে, সেরা বোলার নির্বাচিত হন অপূর্ব ভাওয়াল এবং সেরা উইকেটকিপারের পুরস্কার পান ফারহান হোসেন।

মাস্টার্স গেমসে হলদিবাড়ির বাজিমাত

নিজস্ব প্রতিবেদন

হলদিবাড়ি: দুর্গাপুরের শহিদ ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনে ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণমূলক মাস্টার্স গেমস-এ হলদিবাড়ির তিন ক্রীড়াবিদ ৬টি পদক জিতে দারুণ সাফল্য এনেছেন। প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করেছিল মাস্টার্স গেমস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এবং দুর্গাপুরের কালচার অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পের কোচ সত্যেন্দ্রনাথ রায় এই সাফল্যের নেতৃত্ব দেন। তিনি ৪৫ বছর ঊর্ধ্বে হাই জাম্পে সোনা জিতেছেন। এছাড়াও, হার্ডলসে তাঁর ঝুলিতে এসেছে একটি ব্রোঞ্জ পদক।

হলদিবাড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তন ক্রীড়া শিক্ষক চিন্ময়কুমার রায় ৬০ বছর ঊর্ধ্বে বিভাগে তিনটি পদক জিতেছেন। ৮০০ মিটার দৌড়ে তিনি রুপো পেয়েছেন এবং ২০০ মিটার দৌড় ও ৪০০ মিটার দৌড়ে জিতেছেন ব্রোঞ্জ। নবকিশোর হাইস্কুলের প্রাক্তন ক্রীড়া শিক্ষক নীলকমল সরকার ৬০ বছর ঊর্ধ্বে জ্যাভলিন থ্রোয়ে একটি রুপোর পদক অর্জন করেছেন।

অনূর্ধ্ব-১২ ডুয়ার্স কিডস কাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব ও বলাই মেমোরিয়াল ক্লাবের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১২ ডুয়ার্স কিডস কাপ ক্রিকেট-এ ১৭ নভেম্বর সোমবার বিএমসি মাঠে ম্যাচ হয়।

এদিন শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ‘বি’ ৫ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেয় বোনজার ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। বোনজার প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৪ রান করে। দলের পক্ষে কুন্তল ৩৮ রান করেন। শিবশংকরের হয়ে প্রণব বর্মন বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করে ৩৫ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে শিবশংকর ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেটে ১১৬ রান তুলে নেয় এবং জয়ী হয়। ব্যাট হাতেও দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন প্রণব বর্মন, তিনি ২৩ রান করে ম্যাচ সেরার খেতাব জেতেন।

অন্যদিকে, টাউন ক্লাবের মাঠে বেলাকোবা পাবলিক ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১৭৩ রানে হারিয়েছে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। বেলাকোবা পাবলিক প্রথমে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২১২ রান তোলে। সুরজ সরকার অপরাজিত ৫২ রান করেন। শিবশংকর জবাবে ৮.৪ ওভারে গুটিয়ে যায় মাত্র ৩৯ রানে। লাকি বর্মন ৪টি উইকেট পান। ম্যাচের সেরা হয় মিন্টু রায়।

আন্তঃকলেজ ফুটবলে ক্ষুদিরামের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদ আয়োজিত দাজু সেন ট্রফি আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা জমে উঠেছে। গত ১৬ নভেম্বর রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত ম্যাচে শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ ৪-০ গোলে হারিয়েছে ঘোষপুকুর কলেজকে। এই জয়ে মুখ্য ভূমিকা নেন ক্ষুদিরাম কলেজের খেলোয়াড় সুমনকুমার পাল, যিনি একাই হ্যাটট্রিক করেন। দলের পক্ষে অপর গোল করেন রূপম মণ্ডল।

দিনের অন্যান্য খেলায় দেখা যায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। রাজগঞ্জ কলেজ বনাম মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে রাজগঞ্জ কলেজ জয় লাভ করে। এছাড়া, সুকান্ত মহাবিদ্যালয় ১-০ গোলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজকে হারিয়েছে। সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের রাকেশ মগোরে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন।

শিলিগুড়ির জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণমূলক মাস্টার্স গেমসে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা। বাগডোগরার সোমা দত্ত তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য ৬৫ ঊর্ধ্ব মহিলাদের ১০০ মিটারে সোনা জিতেছেন। এছাড়াও তিনি লং জাম্পে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। তবে ১০০ মিটারে সোমা দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। দীপক পাল এই প্রতিযোগিতা থেকে একাই তিনটি পদক জিতেছেন। তিনি ৬৫ ঊর্ধ্বে পুরুষদের ১০০ মিটারে রুপো এবং ৪০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। অন্যদিকে, গণেশ ধর ৬০ ঊর্ধ্ব পুরুষদের ৪০০ মিটার দৌড় ও হাই জাম্পে রুপো জিতেছেন। মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখা এই প্রতিযোগিতা থেকে আটটির মতো পদক ঘরে তুলেছে।

নেতাজির জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: গত ২৩ নভেম্বর রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল এক জমজমাট লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল। নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব রোমাঞ্চকর ম্যাচে ২-১ গোলে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে নিজেদের দাপট দেখাল। ম্যাচের শুরুতেই, মাত্র ১৯ মিনিটে, মহানন্দার রাহুলকুমার পাসোয়ান গোল করে নেতাজিকে চাপে ফেলে দেন। তবে নেতাজি দ্রুত ম্যাচে ফেরে। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই, ২৮ মিনিটে, দলের তারকা খেলোয়াড় রাজা ছেত্রী গোল করে সমতা ফিরিয়ে আনেন।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয় রাজার পায়ে। ৭০ মিনিটে তাঁর করা দ্বিতীয় গোলটি নেতাজির জয়কে নিশ্চিত করে দেয়। এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য রাজা ছেত্রী ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন এবং তিনি বাসন্তী দে সরকার ট্রফি লাভ করেন।

সেরা ধূপগুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন

ময়নাগুড়ি: উত্তর মৌয়ামারি আদর্শ ক্লাবের ৪ দলীয় ভেটেরান্স ফুটবলে সেরার খেতাব ছিনিয়ে নিল ধূপগুড়ি ভেটেরান্স। ২৩ নভেম্বর, রবিবার বাগজান আদর্শ ক্লাব ফুটবল মাঠে ফাইনাল আয়োজিত হয়। তারা ২-০ গোলে ময়নাগুড়ি ভেটেরান্সকে হারিয়েছে। গোল করেন ফাইনালের সেরা দিব্যেন্দু পাল ও প্রতিযোগিতার সেরা প্রশান্ত পাল।

তামিলনাড়ুতে ‘ডিজিআরিভু’ শিক্ষা কর্মসূচি স্যামসাং ও ইউএন জিসিএনআই-এর

কলকাতা: স্যামসাং, ইউনাইটেড নেশনস গ্লোবাল কমপ্যাক্ট নেটওয়ার্ক ইন্ডিয়া (UN GCNI)-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে তামিলনাড়ুতে ডিজিটাল এবং এসটিইএম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিত) বিষয়ক শিক্ষার প্রসার বাড়াতে নিয়ে এল ‘ডিজিআরিভু – এমপাওয়ারিং স্টুডেন্টস থ্রু টেক’ নামে একটি শিক্ষামূলক কর্মসূচি।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে, স্যামসাং কাঞ্চিপুরম এবং রানি পেট জেলার ১০টি সরকারি স্কুলে পরিকাঠামো উন্নত করবে, এসটিইএম ও ডিজিটাল শিক্ষণ চালু করবে। ইতিমধ্যে, তামিলনাড়ুর স্কুল শিক্ষামন্ত্রী, থিরু ড. আনবিল মহেশ পইয়ামোঝি, এবং কাঞ্চিপুরম ও রানি পেটের জেলা কালেক্টরদের উপস্থিতিতে আন্না সেন্টেনারি লাইব্রেরিতে এই কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যা ৩,০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে সহায়তা করবে। ‘ডিজিআরিভু’ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের জেলাগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করতে একটি বহুস্তরীয়, সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক মডেল ব্যবহার করে।

বিদ্যালয়গুলিতে ‘বিল্ডিং অ্যাস লার্নিং এইড’ (বিএএলএ) ডিজাইনের মাধ্যমে বিদ্যমান শিক্ষণ পরিবেশকে উন্নত করা হবে এবং ডিজিটাল শিক্ষার জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। যা এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এতে কার্যকলাপ-ভিত্তিক এসটিইএম থিম এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, স্যামসাং শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার কিট, লাইব্রেরি, কেরিয়ার গাইডেন্স দেওয়া হবে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে।

স্যামসাং এবং ইউএন জিসিএনআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগটি গ্লোবাল সাউথে ডিজিটাল ভারত গড়ে তোলা এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রস্তুত করার প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

বিদেশ ভ্রমণের জন্য বিশেষ পারিবারিক প্যাক চালু ভি-এর

শিলিগুড়ি: ভারত বিদেশ ভ্রমণে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করে চলেছে। পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়াম ২০২৫ অনুসারে, ২০২৪ সালে ৩০.৮৯ মিলিয়ন ভারতীয় বিদেশ ভ্রমণ করে, যা বছরে প্রায় ১০.৭৯% বৃদ্ধি দর্শায়, এবং তারা পরিবারের সঙ্গেই ভ্রমণে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। তাই ভি এবার পারিবারিক ব্যবহারকারীদের জন্য নিয়ে এসেছে বিশেষ আইআর প্যাক। যা এই ভ্রমণের মরশুমে আন্তর্জাতিক রোমিংকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলবে। ভি বর্তমানে একমাত্র অপারেটর যা আন্তর্জাতিক রোমিংয়ে ‘ট্রুলি আনলিমিটেড ডেটা এবং কলিং’ সুবিধা প্রদান করে যা এক পরিবারকে বিদেশে থাকাকালীন নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ উপভোগ করতে সাহায্য করে।

ভি ফ্যামিলি পোস্টপেইড প্ল্যানের সেকেন্ডারি সদস্যরা আইআর প্যাকগুলিতে ১০% ছাড় পাবেন, যেখানে রেড এক্স ফ্যামিলি ইউজাররা আইআর প্যাকগুলিতে ২৫% ছাড় উপভোগ করতে পারবেন। এই অফারগুলি ১০, ১৪ এবং ৩০-দিনের প্যাকের জন্য প্রযোজ্য, যা ২৯৯৯ টাকা থেকে শুরু। ভি-এর ফ্যামিলি পোস্টপেইড প্ল্যান ৭০১ টাকা থেকে শুরু, যেখানে ২ থেকে ৫ জন সদস্যের অপশন থাকছে। এছাড়াও, ভি গ্রাহকরা এখন তাদের পোস্ট-পেইড অ্যাকাউন্টে মাত্র ২৯৯ টাকায় সর্বোচ্চ ৮ জন সেকেন্ডারি সদস্য যোগ করাতে পারবেন। এছাড়া মাত্র ১৬০১ টাকা/মাসে দুই সদস্যের জন্য রেড এক্স ফ্যামিলি প্ল্যান চালু করা হয়েছে।

এবার প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর

শিলিগুড়ি: ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর গুরুগ্রামে তাদের প্রদর্শনীতে ‘ফ্যাশনের ফিউচারভার্স’-এর প্রবর্তন করে ফ্যাশন জগতের পরবর্তী স্টাইল সেগমেন্টগুলিকে তুলে ধরেছে। এই বছরের থিম, “ফ্যাশনের পরবর্তী পদক্ষেপ”-এর উপর ভিত্তি করে, প্রদর্শনীতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, ডিজাইন এবং নিমগ্ন গল্প বলার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

ফাল্গুনি এবং শেন পিকক এবং ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র সহযোগিতায় এই প্রদর্শনী হয়। এবার সেখানে এআই ও কোডের ব্যবহার দেখা গিয়েছে। যা ‘haute couture’-কে কেবল পোশাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে নি বরং পৌঁছে দিয়েছে ডিজিটাল যুগে।

অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া মানব-সদৃশ রোবট বা হিউম্যানয়েড রোবটের সঙ্গে শো শুরু করেন এবং শাহিদ কাপুরের হলোগ্রাফিক উপস্থিতি ভার্চুয়াল ও বাস্তবের মধ্যে থাকা পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয়। গতিশীল ভিজ্যুয়াল এবং ডায়নামিক প্রজেকশন পুরো রানওয়েকে একটি জীবন্ত ক্যানভাসে পরিণত করে।

পেরনড রিকার্ড ইন্ডিয়ার সিএমও দেবশ্রী দাশগুপ্ত বলেন যে, “এটি এমন একটি নিমগ্ন অভিজ্ঞতা, যা ফ্যাশন উপস্থাপনের পদ্ধতিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে।“ শাহিদ কাপুর জানান, প্রযুক্তি এবং পোশাকের এই মিলন ছিল সাবলীল এবং দর্শনীয়।

ট্যুরটি এখন ডিসেম্বরের ৬ তারিখে জয়পুরে যাবে। যেখানে অভিষেক পাটনি এবং নম্রতা জোশীপুরা, মিস ইউনিভার্স হারনাজ সান্ধু, এবং রাফতারের উপস্থিতিতে হাই-অকটেন কৌশার পরিবেশন করা হবে।

দ্য অল নিউ ওয়ানপ্লাস ১৫

কলকাতা: বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি ব্র্যান্ড ওয়ানপ্লাস, আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তার বহুল প্রতীক্ষিত ওয়ানপ্লাস ১৫ লঞ্চ করেছে, যা সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স ফ্ল্যাগশিপের নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে।

ওয়ানপ্লাস ১৫ সাবলীলভাবে প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী পারফরম্যান্স, প্রফেশনাল-গ্রেড ক্যামেরা সিস্টেম, ব্যবহারিক ও ব্যক্তিগতকৃত AI সক্ষমতা, এবং সূক্ষ্ম ও আইকনিক ডিজাইন এই সমস্ত কিছুকে একত্রিত করেছে। এই সব নতুন ফিচারের সংমিশ্রণ একটি মসৃণ ও নির্ভরযোগ্য স্মার্টফোন ব্যবহারযোগ্য অভিজ্ঞতা দেয়, যা কাজ, সৃজনশীলতা আর দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটাতে প্রস্তুত।

ওয়ানপ্লাস ইন্ডিয়া-এর সিইও রবিন লিউ বলেন, “ আমরা সবসময় মোবাইল প্রযুক্তির সীমানাকে অতিক্রম করে এমন ডিভাইস প্রস্তুত করতে চাই, যা ব্যবহারকারীদের জীবনকে প্রকৃতপক্ষেই উন্নত করবে এবং আমাদের ওয়ানপ্লাস ১৫ হল এই বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরিণতি।”

স্মার্টফোনটি বর্তমানে ইনফিনিট ব্ল্যাক, স্যান্ড স্টর্ম এবং আল্ট্রা ভায়োলেট রঙে পাওয়া যাচ্ছে, যার একটির দাম ৭২,৯৯৯/- টাকা (2+256GB) এবং অন্যটি ৭৯,৯৯৯/- (16+512GB) টাকা।

১.৬% ক্যাশফ্রি পেমেন্টের সঙ্গে দেশব্যপী বিস্তৃতি পশ্চিমবঙ্গের বেটারহাটের

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের দুই ভাই নবীন ও প্রবীণ বেরার তৈরি একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বেটারহাট, ২০১৯ সাল থেকে গ্রামীণ যুবদের ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে আয়ের ক্ষমতা প্রদান করে আসছে।

পণ্য খুঁজে বের করা থেকে শুরু করে বিপণন পরিচালনা এবং সময়মতো ডেলিভারি করা সবকিছুই বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ পেমেন্ট গেটওয়ে চার্জ আরেকটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। নবীন বলে, “আমাদের আগের গেটওয়ে প্রায় ২% বা তারও বেশি চার্জ করত, যা আমাদের লাভ কমায়।“

গত মাসেই নবীন ক্যাশফ্রি পেমেন্টে মাত্র ১.৬% হারে পেমেন্ট গেটওয়ে রেট অফার করার উদ্যোগ আবিষ্কার করেন, যা এই শিল্পে সর্বনিম্ন। যার উদ্দেশ্য ডিজিটাল পেমেন্টকে আরও সাশ্রয়ী এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা। উদীয়মান স্টার্টআপ এবং ব্যবসার ক্ষমতায়নই ছিল ক্যাশফ্রির প্রতিশ্রুতি। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ এর আগে ক্যাশফ্রি পেমেন্টে অংশগ্রহণকারী যেকোনও ব্যবসা এক বছরের জন্য ১.৬% হারে তার পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করতে পারবে। আজ, বেটারহাট ব্যস্ত উৎসবের মরসুমেও ভারত জুড়ে গ্রাহকদের সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা দিচ্ছে। বেটারহাট এখন নতুন “ফিজিটাল” (ফিজিকাল + ডিজিটাল) পণ্য চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রোজগার মেলা ২.০-তে চাকরির প্রস্তাব পেল ২,৫০০-এরও বেশি প্রার্থী

কলকাতা: রোজগার মেলা ২.০-তে ৯,০০০-এরও বেশি অনলাইন নিবন্ধন হয়েছে এবং ৫,২৫০ জন প্রার্থী দুই দিনের ইভেন্টে উপস্থিত হয়েছেন। নিয়োগ অভিযানে ২৫০০-এরও বেশি প্রার্থীকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, আগামী দিনে আরও অনেক প্রার্থী চাকরির প্রস্তাব পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

১০,০০০-এরও বেশি চাকরির সুযোগ নিয়ে এসেছে রোজগার মেলা ২.০। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ি মহকুমা এবং আরও অনেক অঞ্চলের প্রার্থীদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

এই বছরের রোজগার মেলায় ৬০টিরও বেশি কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে, যা আতিথেয়তা, বিমান চলাচল, উৎপাদন, রিটেইল, ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে দুর্দান্ত সুযোগ দিয়েছে।

সংসদ সদস্য (রাজ্যসভা) এবং দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি শ্রী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বলেন: “রোজগার মেলা ২.০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্যকে তুলে ধরে যার লক্ষ্য বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার অধীনে দেশজুড়ে কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সুযোগের সম্প্রসারণ করা।অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার উপর একটি তথ্যবহুল প্রদর্শনীও হয়।”

কোয়েস কর্পোরেশন, মাহিন্দ্রা গ্রুপ, দেবযানী ইন্টারন্যাশনাল, তাজ ভিভান্তা, ইন্ডিগো, ট্যুরিজম হসপিটালিটি স্কিল কাউন্সিল, বার্ডি'স, কম্পাস গ্রুপ, কানেক্টেডইডি, ট্র্যাভেল ফুড সার্ভিসেস এবং স্থানীয় সুমি যশশ্রী গ্রুপের মতো নামীদামী কোম্পানি অংশ নিয়েছিল।

অ্যাবটের স্মার্ট নিউট্রিশনে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা: ভারতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন জীবন সহজ করতে স্মার্ট ও সুচিন্তিত পুষ্টিকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রাখার উপদেশ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশে তিনজনের মধ্যে একজন ডায়াবেটিস রোগী গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারেন না, কারণ, কার্বোহাইড্রেট-নির্ভর খাদ্যভ্যাস গ্লাইসেমিক পদার্থের নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয়। এই পরিস্থিতিতে, পুষ্টি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্রে রেখে জীবনযাত্রার চাপ ও হতাশা কমানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

অ্যাবটের ডায়াবেটিস-নির্দিষ্ট ফর্মুলায় তৈরি এনশিওর ডায়াবেটিস কেয়ারের মতো পণ্য ক্লিনিকাল সহায়তায় কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এই ফর্মুলাগুলি ধীরে-হজম হবে এমন কার্বোহাইড্রেট, উচ্চ-মানের প্রোটিন এবং ডুয়াল ফাইবারের সমন্বয়ে গঠিত, যা গ্লুকোজ স্পাইক কমাতে সাহায্য করে। ক্লিনিকাল গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ডিএসএফ HbA1c, ফাস্টিং গ্লুকোজ ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মতো অবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং বিশেষ করে ভিসেরাল ফ্যাট (পেটের ভেতরের চর্বি) কমিয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। অধ্যাপক অ্যাগনেস স্যু লিং টেই (পিএইচডি) মন্তব্য করেন, ‘ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনায় এই ধরনের সুষম পুষ্টি ফর্মুলাগুলি একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে, যা দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। সঠিক পুষ্টির মাধ্যমে ডায়াবেটিস কেয়ার এখন আরও স্পষ্ট, অনুমানযোগ্য এবং স্থিতিশীল হয়ে উঠছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চমানের প্রোটিন, কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট এবং ফাইবারের সমন্বয়ে গঠিত সুষম খাবার রক্তে শর্করার দ্রুত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং স্থিতিশীল শক্তি বজায় রাখে।

ভারতের প্রথম ও বৃহত্তম থ্রিডি কংক্রিট প্রিন্টেড সামরিক প্রতীকের প্রবেশ তোরণ ঝাঁসিতে

কলকাতা: দেশের প্রথম এবং বৃহত্তম সামরিক প্রতীক যুক্ত প্রবেশ তোরণ তৈরি করল হায়দ্রাবাদ-ভিত্তিক ডিপটেক কোম্পানি সিম্পলিফোর্জ ও আইআইটি হায়দ্রাবাদ। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহস, শক্তি এবং অদম্য মনোভাবের প্রতীক হিসেবে বাঘের মুখ যুক্ত এই প্রতীকী কাঠামোটি এখন ঝাঁসি সেনানিবাসে সুউচ্চ অবস্থানে রয়েছে।

৫.৭m x ৩.২m x ৫.৪m পরিমাপের প্রবেশতোরণটি সিম্পলিফোর্জের অত্যাধুনিক রোবোটিক আর্ম-ভিত্তিক থ্রিডি কংক্রিট প্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে বানানো হয়েছে। কর্নেল অখিল সিংচরকের দূরদর্শী নির্দেশনায় প্রকল্পটির ধারণা তৈরি করা হয়েছিল। আইআইটি হায়দ্রাবাদ এবং সিম্পলিফোর্জ-এ এর কাঠামো এবং নকশা তৈরি করা হয়েছে অধ্যাপক কে. ভি.এল. সুব্রামণিয়াম (HAG) এর সহযোগিতায়।

কর্নেল অখিল সিংচরক (ভারতীয় সেনাবাহিনী) তার মতামত ভাগ করে বলেন, "এই প্রবেশদ্বারটি কেবল একটি কাঠামো নয়, এটি আমাদের বাহিনীর নীতি 'নাম, নমক, নিশান'-এর প্রতিনিধিত্ব করে।"

ডঃ কে.ভি.এল. সুব্রহ্মণ্যম (এইচএজি, আইআইটিহায়দ্রাবাদ) বলেন, "টাইগার ফেসেড উন্নত থ্রিডি কংক্রিট প্রিন্টিং প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি হয়েছে যা আমাদের প্রচলিত সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন সম্পর্কে ভাবতে সাহায্য করে। স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ উপকরণের ব্যবহার করে আমরা একটি জটিল, জৈব জ্যামিতিক আকার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি যা স্থাপত্যের অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রকৌশলের নির্ভুলতাকে এক করে।"

মি. ফয়জান চৌধুরী (প্রতিষ্ঠাতা ও সিওও, সিম্পলিফোর্জ) বলেন, "প্রথম দিন থেকেই, আমাদের দল এই প্রকল্পের গুরুত্ব অনুভব করেছে। সাইটে আমাদের শক্তি ছিল বৈদ্যুতিক। রেকর্ড ৪৫ দিনের মধ্যে স্তরে স্তরে বাঘটি ফুটে উঠতে শুরু করে। সিম্পলিফোর্জে, আমরা থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে নির্মাণকে পুনর্কল্পনা করার একটি মিশনে রয়েছি।"

নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডি প্লাস বোরোন লঞ্চ অ্যামওয়ের

শিলিগুড়ি: আজকের জীবনধারায় রোদ পোহানোর মতো সময় কারও নেই। তাই রোদের অভাবে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি ভারতে একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের প্রায় ৮০-৯০% মানুষ এই সমস্যায় ভুগছে। এই জরুরি প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিষয়ক সংস্থা অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া বাজারে নিয়ে এসেছে নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডি প্লাস বোরোন। এটি বৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি একটি ফর্মুলেশন, যা শরীরের ভিটামিন ডি-এর সর্বোত্তম মাত্রা বজায় রাখতে এবং হাড়ের ক্ষয় রোধ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

নিউট্রিলাইট-এর এই পণ্যটিতে রয়েছে ভিটামিন ডি৩ (প্রতি ট্যাবলেটে ৬০০ IU), বোরন (৩ মিলিগ্রাম), ভিটামিন কে২, এবং NutriCert™ ফার্ম থেকে সংগ্রহ করা লাইকোরিস ও কোয়ারসেটিন-এর মিশ্রণ। এটি প্রচলিত ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টের চেয়েও বেশি উপকার দেবে বলে আশা। এটি স্বাস্থ্য সমস্যা হওয়ার আগেই পুষ্টির ঘাটতি পূরণে সাহায্য করবে।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রজনীশ চোপড়া বলেন, "আমাদের এই নতুন পণ্য গ্রাহকদের স্থায়ী সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।" অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার অমৃতা আসারানি জানান, ভিটামিন ডি৩ ক্যালসিয়াম শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর সঙ্গে বোরন ভিটামিন ডি-এর ব্যবহার বাড়ায় এবং ভিটামিন কে২ নিশ্চিত করে যে ক্যালসিয়াম যেন কার্যকরভাবে হাড়ে পৌঁছায়। ৯০ বছরেরও বেশি সময়ের পুষ্টিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই পণ্য হাড়ের উন্নত স্বাস্থ্য ও ক্ষমতা বাড়াতে বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের ফলাফল ঘোষণা গ্লোবের

কলকাতা: ফেব্রিক, ডেনিম এবং হোম টেক্সটাইলসের এক সুপরিচিত প্রস্তুতকারক, গ্লোব এন্টারপ্রাইজেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, অপারেশনাল দক্ষতা এবং কৌশলগত প্রসারণের উপর ভিত্তি করে সেপ্টেম্বর ২০২৫ এ শেষ হওয়া অর্থবছর ২৬-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য শক্তিশালী ও সমন্বিত আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে।

কোম্পানিটি ৪৪৬.৩৮ লক্ষ টাকা পিএটি লাভের খবর করেছে, যা আগের ত্রৈমাসিকের ১৩৯.৫২ লক্ষ টাকার তুলনায় ২১৯.৯৪% বৃদ্ধি দর্শায়। রাজস্বও ৬.৮১% বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,৮৫৬.২৬ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভাবিক পারিখ বলেছেন, "আমাদের শক্তিশালী পারফরম্যান্স অপারেশনাল দক্ষতা এবং বাজার প্রসারণের উপর মনোযোগ দেওয়ার প্রমাণ। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে এই বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার বিষয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী।"

গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেট উন্নয়নের মধ্যে, কোম্পানির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে গ্লোব টেক্সটাইলস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে। মিস্টার ভাবিক সূর্যকান্ত পারিখ ₹১,২৮,৫৬,৪৫০ মূল্যের ৪৫,০০,০০০ ইক্যুইটি শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন। বোর্ড মহারাষ্ট্রে বাজার প্রসারিত করতে মুম্বইতে একটি নতুন ভার্চুয়াল শাখা অফিস খোলার অনুমোদন দিয়েছে।

সম্পদ র্যা শনালাইজ করতে, একটি দুর্বল পারফরম্যান্সের প্রিন্টিং প্ল্যান্ট ৯০.৪৮ লক্ষ টাকায় বিক্রির চুক্তি করা হয়েছে। এছাড়াও, বোর্ড এর অনলাইন ব্যবসা, যার মধ্যে "ইন্ডিজেনএক্স" এবং "অরিজিইয়েন" ব্র্যান্ড রয়েছে, সেগুলির ডিমার্জারের জন্য খসড়া স্কিম অনুমোদন করা হয়েছে।

দায়িত্বশীল বিজ্ঞাপনের জন্য এএসসিআই চালু করল 'কমিটমেন্ট সিল'

কলকাতা: অ্যাডভারটাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) তাদের সদস্য সংস্থাগুলির জন্য 'এএসসিআই কমিটমেন্ট সিল' লঞ্চ করেছে। এটি একটি ভিজ্যুয়াল প্রতীক, যা বিজ্ঞাপন প্রচারে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা এবং সত্যতা বজায় রাখার অঙ্গীকারকে প্রত্যয়িত করবে।

ব্র্যান্ডগুলি তাদের ওয়েবসাইট, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, এবং বিজ্ঞাপনী প্রচারে এই সিলটি ব্যবহার করতে পারবে, যার ফলে ভোক্তারা সহজে বুঝতে পারবেন যে সংস্থাটি সৎ এবং দায়বদ্ধ। এই সিল স্ব-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নৈতিক বিজ্ঞাপনের পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হবে এবং গ্রাহকদের আস্থা বাড়াবে।

এএসসিআই স্পষ্ট করেছে যে এই সিলটি কোনও নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনের অনুমোদন নয়, বরং এটি বোঝাবে যে সদস্য সংস্থাটি দায়িত্বশীল বিজ্ঞাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং গ্রাহকদের যেকোনও অভিযোগের ন্যায্য সমাধানের জন্য এএসসিআই-এর স্বাধীন অভিযোগ নিষ্পত্তির সাহায্য নেবে।

এএসসিআই-এর সিইও এবং সেক্রেটারি জেনারেল মনীষা কাপুর বলেন, "এই সিল দায়িত্বশীল বিজ্ঞাপন এবং গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। যখন ভোক্তারা কোনও বিজ্ঞাপনে এই সিল দেখবেন, তখন তারা নিশ্চিত হতে পারবেন যে সংস্থাটি দায়িত্বশীল বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে এবং বিজ্ঞাপন নিয়ে গ্রাহকদের যেকোনও সমস্যার ন্যায্য সমাধানে সাড়া দিতে প্রস্তুত।"

মেনিনজাইটিসের বিরুদ্ধে টীকাকরণ কর্মসূচি

কলকাতা: মেনিনজাইটিস, বা 'ব্রেন ফিভার' নামেও পরিচিত রোগটি মারাত্মক, তবে টীকাকরণে সংক্রমণ কমার সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষত শিশুদের জন্য এটি একটি গুরুতর স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ। মেনিনজাইটিস সচেতনতা উদ্যোগের লক্ষ্য হল এই রোগের প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং টিকাকরণের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ডঃ অরুণালোক ভট্টাচার্য, শিশু বিশেষজ্ঞ এবং ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ, কলকাতা, বলেন, "ছাত্র-ছাত্রী, ঘন ঘন ভ্রমণ করেন এমন বা ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে বসবাসকারী মানুষের মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি প্রবল। সময়মতো টিকা দেওয়াই একমাত্র প্রতিরোধের চাবিকাঠি।"

এই মারাত্মক রোগ মোকাবিলায়, ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ৯-২৩ মাস বয়সী শিশুদের জন্য ২-ডোজের এবং ২ বছরের বেশি ঝুঁকিপূর্ণদের জন্য একক ডোজের মেনিনোকক্কাল টিকা দেওয়ার সুপারিশ করে। আপনার সন্তানের বয়স ৯ মাস বা তার বেশি হলে, নিশ্চিত করুন যে তাদের ইনভেসিভ মেনিনোকক্কাল রোগ রুখতে সঠিক টিকা দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০৩০ সালের মধ্যে এই রোগ নির্মূলের লক্ষ্য নিয়েছে।

ভারত মেনিনজাইটিস-সম্পর্কিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে রয়েছে। প্রতি বছর এই রোগে বিশ্বব্যাপী ২৫ লক্ষেরও বেশি কেস রিপোর্ট হয়, যার মধ্যে প্রায় ৭০% শিশুই পাঁচ বছরের কম বয়সী। মেনিনজাইটিস হল মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের চারপাশের আবরণের (মেনিনজেস) প্রদাহ, যা সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা ভাইরাস দ্বারা হয়। সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, জ্বর, মানসিক বিভ্রান্তি, মাথাব্যথা এবং বমি বমি ভাব। তীব্র ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস সৃষ্টিকারী প্যাথোজেনগুলির মধ্যে, নিসেরিয়া মেনিনজাইটিসের কারণে ১৫% পর্যন্ত মৃত্যুহার দেখা যায়। তাই টীকাকরণ নিশ্চিত করুন আর শিশুদের মেনিনজাইটিসের হাত থেকে রক্ষা করুন।

শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আইডিয়াথন চালু করেছে সিডিএসএল

CDSL
Convenient • Dependable • Secure
reIMAGINE
ideathon

শিলিগুড়ি: এশিয়ার প্রথম তালিকাভুক্ত ডিপোজিটরি, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর বার্ষিক রিইমাজিন সিম্পোজিয়ামের তৃতীয় সংস্করণের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম আইডিয়াথন চালু করেছে, যা একটি উদ্ভাবনী চ্যালেঞ্জ।

আইডিয়াথন তরুণ উদ্ভাবকদের এমন সমাধান প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে যুক্ত করতে চায়, যা তাদেরকে ভারতের শিক্ষা, বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়াগুলিকে উন্নত করে, দায়িত্বশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজারে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে।

ডিপোজিটরি ইকোসিস্টেম ২১ কোটিরও বেশি বিনিয়োগকারী ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের সম্পদ পরিচালনা করে। এর কারণে, বাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের এই প্রবৃদ্ধি থেকে উপকৃত হতে বাধাগ্রস্তকারী উপস্থিত বাধাগুলি মোকাবেলা করার উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে।

এমনকি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করতে, সিডিএসএল তরুণ উদ্ভাবকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সেবি এবং আরবিআইয়ের মতো নিয়ন্ত্রকদের সাথেও সহযোগিতা করছে।

সিডিএসএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নেহাল ভোরা বলেন, "রিইমাজিন আইডিয়াথন একটি স্বজ্ঞাত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সিকিউরিটিজ বাজার, যা শিক্ষিত বিনিয়োগকারীদেরকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ক্ষমতায়িত করার গুরুত্বের উপর জোর দেয় যাতে তারা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।"

আইডিয়াথন মোট ₹১১.৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার অফার করে, যার মধ্যে বিজয়ী ₹৫ লক্ষ, রানার-আপ ₹৩ লক্ষ এবং দ্বিতীয় রানার-আপ ₹২ লক্ষ এবং চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থান অধিকারী ₹৭৫,০০০ টাকা পাবে। রেজিস্ট্রেশন ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে শুরু হবে এবং একই প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ চারজন শিক্ষার্থী এবং একজন পরামর্শদাতার দল অংশগ্রহণ করতে পারবে। আরও বিস্তারিত জানতে https://ideathon.cdslindia.com/ ভিজিট করুন।

পেনশন স্কিম নিয়ে আলোচনা শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি: ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স আজ শিলিগুড়ির রয়্যাল সরোবর পোর্টিকোতে "রিটায়ার স্মার্ট ইন্ডিয়া" শীর্ষক জাতীয় পেনশন সিস্টেমের (NPS) উপর একটি ইন্টারেক্টিভ সেশনের আয়োজন করেছে। এই এনপিএস সচেতনতা কর্মসূচির লক্ষ্য হল বিশেষজ্ঞ এবং নিয়ন্ত্রক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে অবসর পরিকল্পনা এবং পেনশন তহবিল তৈরির বিষয়টিকে উৎসাহিত করা।

ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশনটি শুরু হয়, তারপরে বক্তব্য পেশ করেন পেনশন তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (পিএফআরডিএ) প্রধান মহাব্যবস্থাপক শ্রী সুমিত কুমার।

প্রেজেন্টেশনে পিএফআরডিএ-র প্রধান মহাব্যবস্থাপক শ্রী সুমিত কুমার এনপিএস-কে একটি অবসরকালীন সুবিধা প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করে সে বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বিশাল রাজ জৈন অ্যান্ড কোং-এর অংশীদার সিএ বর্ষা জৈন এনপিএস-এর অধীনে কর সুবিধা সম্পর্কে তার অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নেন। সন্দেহ দূর করতে ও স্পষ্টতা আনতে এবং বোধগম্য জ্ঞানের উপর একটি ইন্টারেক্টিভ প্রশ্নোত্তর পর্বও অনুষ্ঠিত হয়। সিএ মনীশ আগরওয়ালের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

পিএফআরডিএ এনপিএসের সঙ্গে অবসর পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আউটরিচ সেশন পরিচালনা করছে। পিএফআরডিএ সম্প্রতি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বা সেখানকার ব্যক্তিদের জন্য এনপিএস সম্পর্কে সচেতনতা এবং বোধগম্যতা বাড়াতে একটি মিডিয়া উদ্যোগ এনপিএস কোয়েস্ট ২.০ চালু করেছে। পিএফআরডিএ ২০৪৭ সালের মধ্যে পেনশনপ্রাপ্ত সমাজ গঠনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ - যেখানে প্রতিটি নাগরিকের জন্য পেনশন তহবিল থাকবে।

কোলাঘাটের ঠিকাদারের বাজার তৈরির গল্প বলবে এসিসি

পূর্ব মেদিনীপুর: পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ঠিকাদার শ্রী যতীন্দ্র নাথ মণ্ডল এসিসি-কে গর্বের সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছে। একজন ছুতার মিস্ত্রি থেকে কোলাঘাট নির্মাণ বাজারে তিনি একজন সম্মানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। আজ তিনি ৪৫ জন কর্মীর একটি দল নিয়ে ১৪টি সক্রিয় সাইট পরিচালনা করেন।

পণ্যের গুণমান নিয়ে উদ্বেগ এবং অন্যান্য ব্র্যান্ডের প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাবের কারণে ২০২৩ সালের অক্টোবরে তিনি এসিসি পণ্য এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবা বেছে নেন। তারপর থেকে মিঃ মণ্ডল একচেটিয়াভাবে এসিসি গোল্ড ব্যবহার করে চলেছেন। তার ধারাবাহিক সমর্থন কোলাঘাট বাজারকে প্রতিযোগীদের আধিপত্য থেকে এসিসি-এর পক্ষে নিয়ে আসছে। তিনি এই অঞ্চলের রাজমিস্ত্রি, ঠিকাদার, ব্যক্তিগত গৃহ নির্মাতা এবং প্রকৌশলীদের প্রভাবিত করে চলেছেন।

মিঃ মণ্ডল এই বছর আটটি এসিটি (এসিসি সার্টিফাইড টেকনোলজি) ভবন তৈরি করেছেন। এসিসি মিঃ মণ্ডলের মতো পেশাদারদের সমর্থন করতে পেরে গর্বিত, যারা পরিবর্তনের সূচনা করছেন এবং মানের মাধ্যমে আস্থা তৈরি করছেন।

এআই প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ, বাজার বাড়াচ্ছে ছোট ও মাঝারি ব্যবসা

কলকাতা: লিঙ্কডইন-এর নতুন গবেষণা অনুযায়ী, কলকাতার ছোট ও মাঝারি ব্যবসাগুলি (SMBs) এখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নতুন প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করেছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ১০টির মধ্যে ৯টি (৯৩%) এসএমবি এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে বা করার পরিকল্পনা রয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ এখন পরীক্ষামূলক স্তর পেরিয়ে ব্যবসার প্রধান কাঠামো হয়ে উঠছে।

৮৭% এসএমবি আগামী ১২ মাসে ব্যবসা বৃদ্ধির আশায় রয়েছেন। তাদের এই আত্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে এআই দ্বারা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কার্যক্রমকে সহজ করে তোলা এবং ডিজিটাল-প্রথম ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করা। প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বাড়াতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে এআই-কে এখন অপরিহার্য মনে করা হচ্ছে।

লিঙ্কডইন ইন্ডিয়ার কান্ট্রি ম্যানেজার কুমারেশ পট্টবিরামন বলেন, কলকাতার এসএমবি-গুলি এখন 'স্টার্টআপ দৌড়' থেকে 'কৌশলগত শক্তিতে' পরিবর্তিত হচ্ছে। তারা দক্ষতা-ভিত্তিক নিয়োগ এবং বিশ্বস্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বাজার প্রসারিত করছে।

এআই এখন নিয়োগ, বিপণন এবং বৃদ্ধির নতুন চালক হয়ে উঠছে। ৯৩% ব্যবসা এখন কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের জন্য এবং ৯১% বিপণন ও বিক্রয়কে দ্রুত করতে এআই ব্যবহার করছে বা ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে। বর্তমানে, নিয়োগের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং এআই দক্ষতা ঐতিহ্যবাহী যোগ্যতার চেয়ে বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

বিমা গ্রাম এপিআই নিয়ে আশাব্যঞ্জক আইএসি-লাইফ

আসানসোল: ইন্স্যুরেন্স অ্যাওয়ারনেস কমিটি (আইএসি-লাইফ) সম্প্রতি চালু হওয়া 'বিমা গ্রাম এপিআই'-কে গ্রামীণ বিমা ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপের নজরে দেখছে। এটি ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা চালু করা একটি ডিজিটাল উদ্যোগ, যা গ্রামীণ ভারতে বিমা কভারেজের তথ্য যাচাই ও সুসংগঠিত করবে।

ন্যাশনাল ইনফরম্যাটিক্স সেন্টার, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক, পোস্টাল টেকনোলজিতে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স, এবং ইন্স্যুরেন্স ইনফরমেশন ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে এই এপিআই তৈরি হয়েছে। এটি পোস্টাল পিন কোডকে লোকাল গভর্নমেন্ট ডিরেক্টরি (এলজিডি) কোডের সঙ্গে যুক্ত করে একটি যাচাইযোগ্য গ্রামীণ ডেটাবেস তৈরি করবে। এর মাধ্যমে, বিমাকারীরা এখন শুধুমাত্র গ্রাহকের পিন কোড দিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের (জিপি) নাম যাচাই করতে পারবে।

গ্রামীণ এলাকায় বিমা পৌঁছানোর জন্য আইআরডিএআই, বিমাকারীদের জন্য রুরাল অ্যান্ড সোশ্যাল ম্যান্ডেট জারি করেছে। কিন্তু এতদিন সঠিক গ্রাম পঞ্চায়েত ম্যাপিং না হওয়ায় বিমাকারীরা সমস্যার সম্মুখীন হতেন। 'বিমা গ্রাম এপিআই' সরকারি উৎস থেকে রিয়েল-টাইমে তথ্য সরবরাহ করে এই চ্যালেঞ্জ দূর করবে, যা গ্রামীণ ব্যবসার রিপোর্টিং-এ নির্ভুলতা ও গতি বাড়াবে।

আইএসি-লাইফের একজন সদস্য এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, "বিমা গ্রাম এপিআই গ্রামীণ বিমা অন্তর্ভুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি বিমাকারীদের ভবিষ্যতের নীতি পরিকল্পনা ও সম্পদ বরাদ্দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ডেটাসেট তৈরি করতে সাহায্য করবে।"ইতিমধ্যে পাঁচটি বিমা সংস্থার সঙ্গে এর পাইলট টেস্টিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই পুরো শিল্পে এর প্রয়োগ শুরু হবে।

হোন্ডার পথ সচেতনতা শিবির কোচবিহারের দুই স্কুলে

কোচবিহার: হোন্ডা মোটরসাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া (HMSI) পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে সফলভাবে এক প্রভাব সৃষ্টিকারী পথ নিরাপত্তা সচেতনতা অভিযান পরিচালনা করেছে। জেনকিন্স স্কুল এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে এই উদ্যোগে ২৪০০-এর বেশি তরুণ-তরুণী অংশ নেয়।

এই উদ্যোগটি নিরাপদ রাস্তা ও দায়িত্বশীল নাগরিক গঠনের জন্য HMSI-এর নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ, যা আচরণে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন নিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করে। ইন্টারেক্টিভ সেশনগুলিতে পথচারীদের রাস্তা ব্যবহার, মনোযোগ, বিভ্রান্তি এড়ানো এবং বাইক চালকদের হেলমেট পরার মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়, যা পথ সচেতনতাকে বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করে।অংশগ্রহণকারীদের 'নিরাপত্তা প্রভাবক' হিসাবে কাজ করতেও উৎসাহিত করা হয়।

এইচএমএসআই বৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি লার্নিং মডিউল ব্যবহার করেছে, যার মধ্যে হন্ডার ভার্চুয়াল রাইডিং সিমুলেটর এবং ডেঞ্জার প্রেডিকশন ট্রেনিং-এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই প্রচার হোন্ডার "সংঘর্ষ-মুক্ত সমাজ" এর বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হোন্ডা সম্প্রতি তাদের ডিজিটাল পথ নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম, ই-গুরুকুল (egurukul.honda.hmsi.in) চালু করেছে, যা বিভিন্ন বয়সের জন্য তৈরি। এটি বিভিন্ন ভাষায় মডিউল অফার করে, এবং 'সবার জন্য নিরাপত্তা' মিশনকে আরও জোরদার করে তোলে।

অর্থ বছর ২৬-এর দ্বিতীয় ধাপে রেমিডিয়াম লাইফকেয়ারের লাভ দ্বিগুণ

কলকাতা: রেমিডিয়াম লাইফকেয়ার লিমিটেড ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বছরের জন্য তার আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। এই ত্রৈমাসিকে পরিচালনা থেকে প্রাপ্ত কনসোলিডেটেড রাজস্বের পরিমাণ ১১,১০৫.৮২ লক্ষ টাকা, যার মোট আয় পৌঁছেছে ১১,৪৩১.২৫ লক্ষ টাকায়। ত্রৈমাসিকের কর-পূর্ব মুনাফা ১,০৪৩.৬৯ লক্ষ টাকা এবং কর-পরবর্তী মুনাফা ৮৬২.৩৪ লক্ষ টাকা, যার প্রতি শেয়ার আয় ০.১০ টাকা। এই পরিমাণ অর্থ বর্ষ-২৬-এর প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় দ্বিগুণ।

৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া অর্ধ-বর্ষে, পরিচালনা থেকে প্রাপ্ত কনসোলিডেটেড রাজস্বের পরিমান ২২,৪৪২.৩৯ লক্ষ টাকা এবং মোট আয় ২৩,১১৫.৬০ লক্ষ টাকা। অর্ধবর্ষে কর-পূর্ব মুনাফা ছিল ১,৬১৪.৯২ লক্ষ টাকা, যেখানে কর-পরবর্তী মুনাফা হয় ১,৩২৭.২২ লক্ষ টাকা, যার প্রতি শেয়ার আয়ের মূল্য ০.১৫ টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে মোট সম্পদের পরিমাণ ১,৬২,৩১৮.১০ লক্ষ টাকা।

কোম্পানির পূর্ণকালীন পরিচালক মিঃ আদর্শ মুঞ্জাল বলেন: "দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের ফলাফল আমাদের কর্মক্ষম শৃঙ্খলা এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

ভারতে প্রথম কার-টি সেল থেরাপি তৈরির প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

কলকাতা: ট্রান্সলেশনাল হেলথ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (THSTI) আজ মিলটেনিয়ি বায়োটেক এবং বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্স কাউন্সিল (বিরাক)-এর সঙ্গে মিলে ভারতে কোষ ও জিন থেরাপি (সিজিটি) উৎপাদন নিয়ে প্রথম ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এখানে বিশেষ করে, কার-টি সেল থেরাপি উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হবে। এই কর্মশালাটি THSTI-তে ১২ থেকে ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। এটি দেশের প্রথম এমন প্রশিক্ষণ, যা অনলাইন পাঠ্যক্রমের সঙ্গে THSTI-এর অত্যাধুনিক ল্যাবে ব্যবহারিক ক্লাসের সুবিধাও দেবে।

এই নতুন উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল গবেষণার জ্ঞানকে সরাসরি চিকিৎসায় ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানী এবং ডাক্তাররা প্রি-ক্লিনিক্যাল প্রসেস, উন্নত মানের (জিএমপি) উৎপাদন পদ্ধতি এবং রোগীর উপর প্রয়োগের বিষয়গুলি হাতে-কলমে শিখতে পারবেন।

মিলটেনিয়ি বায়োটেক এবং THSTI উভয়ই মনে করে যে, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভারত দ্রুতই কোষ ও জিন থেরাপি তৈরি এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে। বিরাক-এর সহায়তায় এই কর্মসূচি ভারতে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী তৈরি করতে এবং স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

পুষ্টির ক্ষতি না করে ভেগান হওয়ার জন্য স্মার্ট নির্দেশিকা - ঋতিকা সমাদ্দার

ভেগান জীবনধারায় স্থানান্তর সুস্বাস্থ্য, টেকসই জীবনধারা এবং সহমর্মিতা বৃদ্ধির একটি অর্থবহ পদক্ষেপ। অনেকের ধারণা, ভেগান খাদ্যতালিকায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাব থাকতে পারে, তবে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ সম্ভব। ভেগান হওয়া মানে কেবল প্রাণীজ খাদ্যবস্তু বাদ দেওয়া নয়; এটি এমন একটি প্লেট তৈরি করা যেখানে বিভিন্ন উদ্ভিদজাত খাদ্য মিশিয়ে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ভারসাম্য বজায় থাকে। আজ আমরা দিল্লির ম্যাক্স হেলথকেয়ারের রিজিওনাল হেড ঋতিকা সমাদ্দারের কিছু কার্যকর টিপস জানব, যা ভেগান জীবনধারা গ্রহণে সহায়ক।

দিল্লির ম্যাক্স হেলথকেয়ারের রিজিওনাল হেড – ডায়েটেটিক্স ঋতিকা সমাদ্দারের মতে, সুস্থ ভেগান খাদ্যাভ্যাসের ভিত্তি হলো সম্পূর্ণ, ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত খাবার। তিনি পরামর্শ দেন, প্লেটের অর্ধেক অংশ রঙিন ফলমূল এবং বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি দিয়ে পূরণ করতে, ¼ অংশ স্বাস্থ্যকর প্রোটিন যেমন ডাল ও অন্যান্য লেগুম দিয়ে রাখতে এবং বাকি ¼ অংশে ব্রাউন রাইস, হোল হুইট, মিলেটসের মতো পুরো শস্য ব্যবহার করতে। তাছাড়া বাদাম, বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম, যোগ করে স্বাস্থ্যকর চর্বি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, যা খাদ্যতালিকাকে সুষম ও পুষ্টিকর করে তোলে। এই ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম

প্রোটিন, খাদ্য আঁশ এবং ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ, যার মধ্যে রয়েছে ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম, ফাইবার এবং পটাশিয়াম। দিনের শুরুতেই এক মুঠো ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম খাওয়া একটি স্বাস্থ্যকর দিন শুরু করার পথপ্রদর্শক হতে পারে।

সম্পূর্ণ খাবার ও রঙিন উদ্ভিদজাত উপাদানের শক্তি

প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য দিনের মধ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদজাত উৎস যেমন ডাল, লেগুম, বাদাম ও বীজ একত্রিত করে খেলে সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের গ্রহণ নিশ্চিত হয়, যা পেশী পুনর্গঠন ও শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক। একটি সুষম ভেগান প্লেটে থাকা উচিত শাকসবজি যেমন পালং শাক, যা ক্যালসিয়াম ও লোহা সরবরাহ করে, পাশাপাশি কমলা ও লাল শাকসবজি, যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। এ ছাড়াও, শক্তি বৃদ্ধির জন্য পুরো শস্য এবং পুষ্টি পূরণের জন্য বাদামের মতো বাদাম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

প্রোটিন বুস্টারের হিসেবে বাদাম

প্রতি ১০০ গ্রামে বাদামে ১৮.৪ গ্রাম প্রোটিন থাকে, যা প্রায় ৩০% দৈনিক প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। এটি খাদ্য আঁশে সমৃদ্ধ হওয়ায় রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক। দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখার ক্ষমতার কারণে ওজন কমানোর পরিকল্পনায় এটি অন্যতম উপযুক্ত খাবার। বাদাম বহুমুখী এবং সুস্বাদু; ভারতীয় মসলা দিয়ে স্বাদযুক্ত করা, সালাদে মেশানো, মিষ্টির উপরে ছড়ানো বা সাদামাঠা খাওয়া সম্ভব। প্রতিদিন এক মুঠো বাদাম খাওয়া প্রোটিনের চাহিদা পূরণের সহজ উপায়।

ওমেগা-৩ এবং ক্যালসিয়াম

ঋতিকা সমাদ্দার স্বাস্থ্যকর চর্বি গ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন, যেমন অ্যাভোকাডো, বীজ এবং অলিভ তেল থেকে প্রাপ্ত চর্বি, যা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ওমেগা-৩ সরবরাহ করে। এছাড়াও, পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ উদ্ভিদজাত দুধ যেমন বাদামের দুধ, সয়াবিন এবং তোফু এবং ব্রকলি শক্তপোক্ত হাড় ও দাঁতের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম পূরণে সহায়ক।

ভেগানের জন্য অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান: ক্যালসিয়াম, লোহা, ভিটামিন B12 এবং অন্যান্য

সমাদ্দার জোর দিয়ে বলেন যে একটি নিরামিষাশী জীবনধারা কাঁচা বা তেল-মুক্ত খাবারের মতো চরমপন্থা নিয়ে নয়, বরং টেকসই এবং উপভোগ্য খাদ্যাভ্যাসের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে ভিটামিন বি১২, ভিটামিন ডি, আয়রন এবং ক্যালসিয়ামের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রয়োজনে শক্তিশালী সিরিয়াল, পুষ্টিকর খামির বা পরিপূরকগুলির মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। ভিটামিন সি-এর উৎসের সাথে গ্রহণ করলে আয়রন সমৃদ্ধ খাবারগুলি আরও ভালভাবে শোষিত হয়।

সমাদ্দারের নির্দেশিকা ধীরে ধীরে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের, প্রয়োজনে পেশাদার পরামর্শ নেওয়ার এবং বৈচিত্র্যময় খাবারের ওপর গুরুত্ব দেয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভেগান খাদ্যপদ্ধতি পুষ্টিকর, সুষম এবং অত্যন্ত সন্তোষজনক হতে পারে, যেখানে প্রতিদিন এক মুঠো বাদাম একটি সহজ এবং মূল্যবান সংযোজন হিসেবে কাজ করে।

কাজু বাদাম খাওয়ার সর্বোত্তম উপায়

কাজু খাওয়ার সময় অনেকের মনে প্রশ্ন আসে — খোসাসহ খাবেন নাকি খোসা ছাড়া?

এই বিষয়ে মতামত দিয়েছেন গ্লেনইগলস অ্যাওয়ার হাসপাতাল, এলবি নগর, হায়দ্রাবাদের প্রধান ডায়েটিশিয়ান ডাঃ বিরালি শ্বেতা। তিনি বলেন, উভয় ধরনের কাজুরই নিজস্ব সুবিধা রয়েছে, তবে পছন্দটি নির্ভর করে আপনার স্বাস্থ্যের লক্ষ্যের উপর।

পরামর্শদাতা ডায়েটিশিয়ান ও স্বীকৃত ডায়াবেটিস শিক্ষাবিদ কানিক্কা মালহোত্রার মতে, যেসব কাজুর বাদামী খোসা (যা 'টেস্টা' নামে পরিচিত) বজায় থাকে, সেগুলি অতিরিক্ত স্বাস্থ্য উপকারিতা দেয়।

"খোসাযুক্ত কাজু কম প্রক্রিয়াজাত হয় এবং এতে পলিফেনলসহ প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি থাকে, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া খোসার অল্প পরিমাণ ফাইবার হজমে সহায়তা করে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে," বলেন ডাঃ বিরালি।

তবে তিনি আরও যোগ করেন, "এই খোসার স্বাদ সামান্য তিক্ত, যা অনেকের কাছে অপ্রীতিকর লাগতে পারে।"

অন্যদিকে, খোসাবিহীন কাজু তাদের হালকা, ক্রিমি স্বাদ ও মসৃণ গঠনের কারণে অধিক জনপ্রিয়।

"খোসা ছাড়া কাজুও অত্যন্ত পুষ্টিকর — এতে রয়েছে স্বাস্থ্যকর মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট, প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়াম, দস্তা এবং লোহা। যদিও ত্বকের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কিছুটা কমে যায়, তবুও এটি হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য দারুণ একটি বিকল্প," জানান ডাঃ বিরালি।

যদি স্বাদ ও টেক্সচার আপনার অগ্রাধিকার হয়, তবে খোসাবিহীন কাজু নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট বিকল্প। এগুলি অত্যন্ত বহুমুখী — বেকিং থেকে শুরু করে ঝাল ও মিষ্টি খাবার পর্যন্ত নানা রেসিপিতে ব্যবহার করা যায়।

ডাঃ মালহোত্রা বলেন, "খোসা ছাড়ানোর প্রক্রিয়াটি কাজুকে খাওয়ার জন্য নিরাপদ করে তোলে, কারণ বাইরের খোলসে কিছু বিষাক্ত উপাদান থাকে। তবে, এই প্রক্রিয়ায় ত্বকের কিছু উপকারী যৌগ হারিয়ে যায়।"

ডাঃ বিরালি মনে করিয়ে দেন, "যেটিই বেছে নিন না কেন, পরিমিতি বজায় রাখা জরুরি। কাজুতে উচ্চ ক্যালোরি থাকে, তাই পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে খাওয়া উচিত।"

ডায়েটিশিয়ান বিধি চাওলা, ফিসিকো ডায়েট অ্যান্ড এস্থেটিক ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠাতা, বলেন, "খোসাবিহীন কাজু সাধারণত খাওয়া ও হজমে সহজ। খোসাযুক্ত কাজু কিছুটা অগোছালো হতে পারে, কারণ খোসা হাত বা দাঁতে লেগে যায়।"

তিনি আরও বলেন, "খোসাবিহীন কাজুর মসৃণ, ক্রিমি টেক্সচার এগুলিকে বাদাম মাখন, স্মুদি কিংবা নানা রেসিপিতে ব্যবহারের জন্য আদর্শ করে তোলে। এগুলি স্যালাড, স্টির-ফ্রাই বা বেকড আইটেমেও সহজে মিশে যায়, খাবারের গঠন বা চেহারা না বদলে।"

অনেকে খোসাবিহীন কাজুর অভিন্ন আকার ও রঙকে আরও আকর্ষণীয় মনে করেন। "এগুলির নান্দনিক সৌন্দর্য অনেক বেশি, বিশেষ করে সাজসজ্জা বা আলংকারিক উপাদানে ব্যবহার করার সময়," বলেন চাওলা।

পরিশেষে বলা যায়, খোসাযুক্ত বা খোসাবিহীন কাজু—দুটিই পুষ্টিকর। কোনটি বেছে নিবেন, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ ও স্বাস্থ্যচাহিদার উপর।

ব্যস্ত দিনে উপযোগী লাঞ্চ

সাধারণত আমরা যে দিনগুলিতে ব্যস্ত থাকি, সেই দিনগুলির জন্য স্বাস্থ্যকর মধ্যাহ্নভোজ প্রস্তুত করা কিছুটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তাই আমাদের প্রায়ই এমন কিছু খাবার দরকার যা আগে থেকে তৈরি করা যায়, সহজে বহনযোগ্য এবং অবশ্যই স্বাদে লাজবাব।

স্যান্ডউইচ এবং সালাদ অবশ্যই ভালো বিকল্প, কিন্তু এগুলো সব সময় খেলে কিছুটা একঘেয়ে হয়ে যেতে পারে। ঠিক এই কারণে আমরা বিভিন্ন মধ্যাহ্নভোজের রেসিপি একত্রিত করেছি। এখানে আপনি ক্লাসিক মোড়ক এবং শস্য বাটির পাশাপাশি নতুন এবং মজার আইডিয়াগুলিও পাবেন—যেমন ভাজা ভাত, কুয়াডিলা, এবং মুরগির ফজিতা।

আপনার পছন্দ যা-ই হোক না কেন, এগুলো আপনাকে সারাদিনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি জোগাতে সাহায্য করবে। লেবুর রস দিয়ে তৈরি সালমন এবং ভেজি শস্য বাটি একটি দারুণ বিকল্প হতে পারে। এটি একটি নিখুঁত দুপুরের পিক-মি-আপ এবং প্রস্তুত করাও একেবারেই সহজ।

প্রকরণ

১. লেবুর খোসা এবং রিজার্ভ ১ চা চামচ। লেবুর খোসা অর্ধেক করে কেটে নিন।

২. লবণাক্ত জলের একটি মাঝারি সসপ্যান ফুটতে দিন। ফারো যোগ করুন এবং কেবল নরম না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন, ২০ থেকে ২৫ মিনিট। ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন এবং তারপর আলাদা করে রাখুন।

৩. এদিকে, ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মাঝারি আঁচে গরম করুন। লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে স্যামন কেটে নিন। প্যানে স্যামন যোগ করুন এবং প্রতি পাশে প্রায় ৩ মিনিট রান্না করুন। এবার, অর্ধেক লেবুর রসের মধ্যে একটির রস পিষে নিন। সামান্য ঠান্ডা হওয়ার জন্য স্যামনকে আলাদা করে রাখুন, তারপর কাঁটাচামচ দিয়ে টুকরো টুকরো করে নিন।

৪. বাকি অর্ধেক লেবুর রস একটি ছোট বাটিতে ছেঁকে নিন, পেঁয়াজ, সংরক্ষিত লেবুর রস এবং বাকি ২ টেবিল চামচ জলপাই তেল যোগ করুন এবং একসাথে ঝাঁকুনিতে দিন। স্বাদ অনুযায়ী লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে দিন।

৬. ফারোকে ২ বোলের মধ্যে ভাগ করুন। ফারোর উপরে স্যামন, মূলা, মটর এবং অ্যাভোকাডো সাজান এবং ড্রেসিংয়ের উপরে ঝরঝরে করে দিন। পুদিনাপাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

নাকা চেকিংয়ে বাজেয়াপ্ত ইয়াবা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: নিষিদ্ধ মাদক ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল দিনহাটা থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে প্রায় ৮১ গ্রাম ওজনের মোট ১,৫০০ পিস ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশি সূত্রে খবর।

পুলিশ জানায়, গত ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার রাতে ভেটাগুড়ি এলাকায় দিনহাটা-কোচবিহার সড়কে বিশেষ নাকা চেকিং চলছিল। সেই সময় এক যুবকের আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে তাকে আটক করে পুলিশ। পরে তল্লাশিতে তার কাছ থেকেই পাওয়া যায় এই বিপুল পরিমাণ ইয়াবা।

ধৃতের নাম জাহাঙ্গীর হোসেন (২৬), বাড়ি বুড়িরহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাজিরগঞ্জ গ্রামে। ঘটনার জেরে জাহাঙ্গীরের নামে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

শীতের আগমনে পরিযায়ী পাখিদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুলবাড়ি: উত্তরবঙ্গে এখনও পুরোপুরি নেমে আসেনি শীত। সকালবেলা হালকা কুয়াশা আর দুপুরে খোলামেলা রোদ— এমন আবহেই ইঙ্গিত মিলছে আসন্ন শীত মৌসুমের। তবে শীতের হালকা আমেজেই ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজের জলাশয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা।

প্রতিবছর শীতের শুরুতেই এই অঞ্চলে বাড়তি আকর্ষণ হয়ে ওঠে দূর দেশ থেকে উড়ে আসা অসংখ্য অতিথি পাখি। ইতিমধ্যেই ব্যারেজ এলাকায় দেখা মিলছে রুডি শেলডাক, রিভার ল্যাপউইংসহ আরও নানা প্রজাতির পাখির। স্থানীয়দের মতে, শীত যত বাড়বে, ততই বাড়বে তাদের সংখ্যা।

প্রকৃতিবিদরা জানাচ্ছেন, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, সাইবেরিয়া, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দূরবর্তী দেশ থেকেও অনেক পাখি এসে আশ্রয় নেয় উত্তরবঙ্গের নির্বিঘ্ন জলাশয়গুলোয়। হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার পর এই অঞ্চলের নরম আবহাওয়া ও বিস্তীর্ণ জলাধার হয়ে ওঠে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

প্রতিবছরের মতো এবারও পরিযায়ী পাখিদের দেখা পেতে ভিড় জমাচ্ছেন বহু পর্যটক। ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে ডানামেলা রঙিন মুহূর্ত, আর প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছেন তাঁরা। স্থানীয়দের কথায়, জলাশয়ের ওপর পাখির সারি আর আকাশে তাদের ভেসে বেড়ানো দল— শীতের মরশুমকে করে তোলে আরও জীবন্ত ও মনোরম।

রায়ডাকের ভাঙনে বিপর্যস্ত নাককাটিগাছ

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: তুফানগঞ্জ-১ নম্বর ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলোনি চামটা এলাকার বুক চিরে বয়ে যাওয়া রায়ডাক নদীর কারণে এখানকার গ্রামবাসীর দুর্ভোগের ছবি বেশ করুণ। প্রতি বছর বর্ষায় নদীর পাড় ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে যায়, যার ফলে চরম আতঙ্কে এলাকার বাসিন্দারা গৃহপালিত পশু সমেত অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এই সময়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ব্যাহত হয়, শ্রমিকদের কাজ হারানোয় সংসার চালানো দুষ্কর হয়ে ওঠে।

আরেক এলাকাবাসী পরিতোষ রায় আক্ষেপ করে বলেন, "আমাদের বেশ কয়েক বিঘা আবাদি জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। আমরা প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। শীঘ্রই বাঁধ না দেওয়া হলে পরের বছর নদীভাঙনে বাকি জমিও তলিয়ে যাবে।" একই কথা জানিয়েছেন গ্রামবাসী কৃষ্ণ দাস। স্থায়ী সমাধানের আর্জি জানিয়েছে গ্রামের প্রায় ২০০-২৫০ মানুষ।

প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে নদীর জল বাড়লেই এই এলাকার বাসিন্দাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করে। রায়ডাক নদীর ওই এলাকায় কোনও স্থায়ী বাঁধ না থাকায় গ্রামবাসীর চলাচলে অসুবিধা হয়। গত কয়েক বছরে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে, এবং নদী ক্রমশ গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। সকলেই ভয় পাচ্ছে কত দিন বাড়ি ঘর টেকে।

গ্রামবাসীরা বিভিন্ন দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা পায়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা অমূল্য সরকার জানান, এক দশকের বেশি সময় ধরে তাঁরা স্থায়ী বাঁধের দাবি জানাচ্ছেন, তবে আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি।

গ্রামবাসীর মতে, বর্তমানে ৮০০ মিটার দীর্ঘ স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। তাই, এই শুখা মরশুমেই নদীর স্থায়ী বাঁধের কাজ শুরু করার দাবি জানিয়েছে তারা। শীঘ্র কাজ শুরু না হলে আগামীতে আন্দোলনে নামার হুমকিও দিয়েছে গ্রামবাসী।

এ বিষয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক সৌরভ সেন বলেন, "এই এলাকায় নদীতে বাঁধ দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এলাকার নাম পাঠানো হয়েছে।"

রজত জয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি কবি সুকান্ত হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন ও শোভাযাত্রা। শিক্ষার্থীরা নেতাজি, ঝাঁসির রানি, বিরসা মুন্ডা, ভারত মাতা এবং জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্রের সাজে অংশ নেয়। শোভাযাত্রার বিশেষ আকর্ষণ ছিল কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন ও আদর্শকে তুলে ধরার প্রদর্শনী। প্রধান শিক্ষক ঋষিম বিশ্বাস বলেন, "এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগায়, পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ায় ও মনোবল শক্ত করে।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, কাউন্সিলর নুরুল ইসলামসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

'ভুয়ো বাবা' ফেরাতে হন্যে শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন

ধূপগুড়ি: এনুমারেশন ফর্ম (এসআইআর) পূরণ করতে গিয়েই বিপত্তি। যারা বছরের পর বছর ধরে চোরাপথে বা পাসপোর্ট নিয়ে এদেশে এসে নিজেদের আসল পরিচয় গোপন করে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন, আজ তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। তাঁরা এখন মরিয়া হয়ে ছুটছেন প্রশাসনের দোরে দোরে, অনুরোধ করছেন আগের 'ভুয়ো' পিতৃপরিচয়টিকেই যেন ফিরিয়ে আনা হয়!

ঘটনাটি ঠিক যেন একটি পরিচয়-বিভ্রাটের নাটক। এদেশে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এক ব্যক্তি, (ধরা যাক, আসল নাম শ্যাম বোস, বাবার নাম যদু বোস) প্রথমে 'মধু ঘোষ' নামে স্থানীয় একজনকে খুঁজে বের করেন। পরিচয়পত্রে নিজের আসল পদবি ভাঁড়িয়ে প্রথমে নিজেকে 'শ্যাম ঘোষ' এবং বাবার নাম 'মধু ঘোষ' হিসেবে নথিভুক্ত করেন। এরপর শুরু হয় 'সংশোধনী-পর্ব'। এক-দু'বছর পরপর ফর্ম ফিলআপ, অ্যাফিডেভিট এবং বিভিন্ন স্থানীয় সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ধীরে ধীরে নিজের পদবি 'ঘোষ' থেকে ফের 'বোস' করা হয়। এরপর বাবার নামও 'মধু ঘোষ' থেকে 'মধু বোস', এবং অবশেষে 'যদু বোস' (আসল বাবা) করা হয়।

এভাবে তিনি নিজের আসল নামে এবং আসল পিতৃপরিচয়ে বৈধভাবে দেশের বাসিন্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু এবারের ২০০২ সালের ভিত্তিবর্ষ হিসেবে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই পুরো পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। যেহেতু ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় 'যদু বোস'-এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তাই বর্তমান তথ্য আর ২০ বছর আগের তথ্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক ধরা পড়ছে। ফলে এখন এই শ্যামরা চাইছেন, যেভাবেই হোক 'মধু ঘোষ' বা 'মধু বোস'-কে যেন ফের 'বাবা' হিসেবে পরিচয়পত্রে ফিরিয়ে আনা হয়— যাতে ২০০২ সালের রেকর্ডের সঙ্গে বর্তমানের অমিল না থাকে!

এই ঘটনায় ধূপগুড়ি শহর ও শহরতলির বহু মানুষ বিপদে পড়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বিএলও স্বীকার করেছেন, ২০০২ এবং ২০২৫ সালের পিতৃপরিচয়ে বিস্তর ফারাক দেখছেন তারা এবং অতীতে একাধিকবার ফরম ৬ এবং ৮-ক ব্যবহার করে নাম ও পদবি পাল্টানোর বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে। তবে এর কোনো আইনি সুরাহা দিতে না পারায় তাঁদেরও সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে, এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক চন্দন দত্ত এই ঘটনায় তৃণমূল নেতাদের এসআইআর-এর বিরোধিতাকে তুলে ধরে বলছেন, 'ডাল মে জরুর কুছ কালা হ্যায়'।

তিনি দাবি করেন, 'ভোটার তালিকা ভেজালমুক্ত হোক' এবং সিএএ শিবির চালু হওয়ায় আতঙ্কিত শুধু দেশের শত্রুরাই। যদিও তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর মতে, ২০০২ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল না, তাই 'সব সমস্যা ২০১১ সালের পর হয়েছে' বলে বিজেপির দাবি নিতান্তই শিশুসুলভ, এমনকি তিনি কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদের জন্মস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

ময়নাগুড়িতে হাজির 'সেফটিপিন ম্যান'

নিজস্ব প্রতিবেদন

ময়নাগুড়ি: ময়নাগুড়ি জংশন ও বাজার সংলগ্ন এলাকায় জমে উঠেছে কৌতূহলী মানুষের ভিড়। কেউ মোবাইল ক্যামেরা তাক করছেন, কেউ আবার শিশুদের সঙ্গে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন এক ব্যক্তির দিকে। তাঁকে ঘিরেই এখন এলাকায় নতুন আকর্ষণ—'সেফটিপিন ম্যান'।

অধীর বর্মন, বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার মশলাপট্টি এলাকায়। আগে অন্য ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন, কিন্তু লাভের মুখ না-দেখায় তিন বছর আগে বেছে নেন নতুন রাস্তা। তারপর থেকেই গ্রামে গ্রামে, হাট-বাজারে ঘুরে সেফটিপিন বিক্রি করাই তাঁর রোজগারের প্রধান মাধ্যম।

কিন্তু সাধারণ সেফটিপিন বিক্রেতাদের থেকে অধীরকে আলাদা করে তুলেছে তাঁর অভিনব সাজসজ্জা। মাথার টুপি, জামা-প্যান্ট, মুখের চশমা—সব কিছুতেই গাঁথা অসংখ্য সেফটিপিন। সারা শরীরে পিন বিঁধিয়ে তৈরি এই ব্যতিক্রমী বেশ দেখেই স্থানীয়রা তাঁকে ডাকছেন 'সেফটিপিন ম্যান'। শিশুদের মুখে আবার তিনি 'সেফটিপিন দাদু'।

মুখে হাসি, কথায় আন্তরিকতা— ডাকে সাড়া দেন সাদাসিধে আচরণের অধীর। ময়নাগুড়ির বাজারে দাঁড়িয়ে তিনি জানান, "গত তিন বছর ধরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় এইভাবেই সেফটিপিন বিক্রি করে সংসার চালাই। যা বিক্রি হয়, তাতেই চলে যায় দিন। ভালোবেসে করি বলেই কাজ করতে আনন্দ লাগে।"

সেফটিপিন বিক্রির উদ্দেশ্যেই ফালাকাটা থেকে ময়নাগুড়িতে আসা তাঁর। বিশেষ সাজের কারণ সম্পর্কে অধীরের যুক্তি, নজর কেড়ে নিতে পারলে ব্যবসা সহজ হয়। পাশাপাশি মানুষকে কিছুটা আনন্দ দিতে পারাও তাঁর কাছে বড় প্রাপ্তি।

অনন্য সাজ, সহজ-সরল ব্যবহার এবং জীবনসংগ্রামের গল্প—এসব মিলিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। পথচারীরা ঘিরে ছবি তুলছেন, অনেকে খোঁজ নিচ্ছেন তাঁর জীবনযাত্রা সম্পর্কে। বিভিন্ন ভিডিও ও ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। 'পিনবদ্ধ' এই জীবনের মধ্যেই অধীর খুঁজে নিয়েছেন নিজের আনন্দ, নিজের রোজগারের পথ। বৈচিত্র্যময় হলেও এটি এক সাধারণ মানুষের সংগ্রামের গল্প, যা ময়নাগুড়ির দৈনন্দিন ভিড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে দিচ্ছে এক মানবিক বার্তা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96